

ভূমিকা !

এই খণ্ড-কাব্যখানিতে ভূ-বিখ্যাত রাজা ভৰ্তৃহরির বৈরাগ্য-সূচনা এবং বন-গমন বর্ণিত হইয়াছে। ইহা আদ্যোপান্ত সংস্কৃতছন্দে * বিরচিত। মালিনী, উপ-জাতি, বংশসুবিল, বসন্ততিলক প্রভৃতি যে সকল প্রসিদ্ধ ছন্দ “কবি-কুল-গুরু কালিদাস” মাঘাদি মহাকবিরা আদরপূর্ব্বক স্ব স্ব কাব্যে প্রয়োগ করিয়াগিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেকগুলি ছন্দঃ ইহাতে বাস্তবরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এতৎপাঠে সকলেরই মনে প্রতীতি হইবে যে প্রায় সমুদায় সংস্কৃতছন্দ বঙ্গভাষায় অনতিযত্নে লেখা যাইতে পারে। এই সকল ছন্দ যে পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, প্রভৃতি বঙ্গভাষা-প্রচলিত যাবতীয় ছন্দের অপেক্ষা মধুর এবং ওজোগুণসম্পন্ন তাহা সংস্কৃতজ পাঠক মাত্রেই জানেন। পরন্তু মৎকর্তৃক বঙ্গ-ভাষায় প্রয়োগিত হওয়াতে ইহাদের সৌন্দর্য্যের হানি হইয়াছে

* সংস্কৃত ভাষায় ছন্দের নিয়ম এই—

সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ব বর্ণ আর আ, ঈ, উ, এ, ঐ, ও, ঔ, এই কয়েকটি স্বরবর্ণ, এবং তদ্বিশিষ্ট ব্যঞ্জন বর্ণ, তথা ২, ৩ ও হসন্ত-যুক্ত বর্ণ, এ সমুদয় গুরু ; এতদ্ব্যতিরিক্ত যে সকল বর্ণ আছে তাহা লঘু ।

লঘু বর্ণের এক মাত্রা, গুরু বর্ণের দ্বিমাত্রা ; অর্থাৎ দুইটী লঘু বর্ণ উচ্চারণ করিতে যত সময় আবশ্যিক, একটী গুরু বর্ণ উচ্চারণ করিতে হইলে ততই লাগে ।

কি না, সে বিচারের ভার তাঁহাদেরই উপরে অর্পিত
 রহিল। এই সকল ছন্দ যে একবারেই সর্ব সাধারণের
 মনোনীত হইবে এরূপ কখন প্রত্যাশা করা যাইতে
 পারে না; কিন্তু যে পরিমাণে এদেশে সংস্কৃত-ভাষা-
 শীলন বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, সেই পরিমাণে ইহাদেরও
 আদর বৃদ্ধি হইবে, এ আশা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয়
 না। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দাঁহার
 অদ্ভুত রচনা শক্তি ‘যৌবনোদ্যান’ প্রভৃতি কাব্যত্রয়ে
 দেদীপ্যমান রহিয়াছে, আমার অনুরোধে উপজাতি-
 স্হন্দে (বেত্রাস্তর-বধ) নামক একখানি উৎকৃষ্ট মহাকাব্য
 লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিয়দিবস হইল উক্ত
 মহাকাব্যের প্রথম সর্গ এডুকেশন গেজেটে প্রকটিত
 হওয়াতে সমুদায় কৃতবিদ্য পাঠকগণ তৎপ্রতি অত্যন্ত
 অহুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে ভরসা করা
 যাইতে পারে যে, বঙ্গভাষায় সংস্কৃতছন্দ অবিলম্বে
 বঙ্গমূল হইবে।

হিন্দী ভাষায় সংস্কৃতের ন্যায় হ্রস্ব ও দীর্ঘ বর্ণের
 মাত্রা পৃথক্, এই কারণ বশতঃ তুলসীদাস ও হরদাসের
 কবিতা, কীর্তিবাস ও কাশীরামদাসের রচনাপেক্ষা
 অধিক মধুর এবং মনোহর। রায় গুণাকরের বিখ্যাত
 কাব্যত্রয়ের মধ্যে যে যে স্থানে সংস্কৃতছন্দ সন্নিবেশিত
 আছে, সেই সেই স্থান পাঠকেরা অপরাপর স্থান
 অপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন; ইহা কেনা স্বীকার করি-

রাজা ভর্তৃহরি কোন্ বিক্রমাদিত্যের জাতা ছিলেন তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা কঠিন। যেম্‌স প্রিন্সেপ সাহেব বলেন* তিনি খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রাদুভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু একধার কোন প্রমাণ

অতএব তিনি যে বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ছিলেন সে বিক্রমাদিত্য শকাব্দার পঞ্চশতাব্দীতে প্রাদুভূত হইয়াছিলেন, স্বীকার করিতে হইবে।

বলাল-মিশ্র কৃত “ভোজপ্রবন্ধে” উক্ত আছে যে বরকৃষ্ণ প্রভৃতি অনেক মহাকবি খ্রীস্‌তাব্দে অথবা ভোজনামা রাজার সভাসদ ছিলেন। সেই ভোজরাজকে কেহ ৪৮৩, কেহ ৫৪৪, কেহ ৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্য করিয়াছিলেন বলিয়া নির্দেশ করেন।

শক্রগুপ্ত-মহাভাষ্যকার বলেন যে রাজা বিক্রমাদিত্য ৪৬৬ শকাব্দায় রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন; বোধ হয় ইনিই “ভোজপ্রবন্ধের” সাহসাক ভোজরাজ।

“জ্যোতির্বিদ্যাতরঙ্গ” নামক যে জ্যোতির্গ্রন্থ মহাকবি কালিদাস-বিরচিত বলিয়া বিখ্যাত, তাহা নিতান্ত অপ্রামাণ্য; যদিও পণ্ডিতবর জ্যোত্ব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় উহাকে প্রকৃত কালিদাসের রচনা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থকার কালিদাস বলেন যে তিনি ‘শকারি’ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ, যিনি সম্বৎ প্রচলিত করেন। তিনি আরও বলেন যে বরকৃষ্ণ, বরাহমিহির, অমরসিংহ প্রভৃতি, নববঙ্গের মধ্যে তিনি স্বয়ং এক জন এবং তাহাঁ কর্তৃক এই গ্রন্থ ৩০৬৮ কাল-যুগাব্দে (খ্রীষ্টাব্দের ৩৩ বৎসর পূর্বে) লিখিত হয়। বরাহমিহির আপনি লিখিয়া গিয়াছেন যে তিনি ৩৫৭৭ কলিযুগাব্দে অর্থাৎ ৩৯৮ শকে জন্ম গ্রহণ করেন। এবং অমরসিংহ যে মঠ বোদ্ধ গয়াতে নির্মাণ করান, সে মঠ যে সম্বতের পঞ্চম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিল না তাহা চীনদেশীয় বিখ্যাত পরিব্রাজক হুয় কাহিয়ান এবং হাইউন থসাঙের লেখার স্পষ্ট জ্ঞান যাইতেছে; সুতরাং জ্যোতির্বিদ্যাতরঙ্গকার যে জাল-কালিদাস, পাঠকবর্গ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

* Vide INDIAN ANTIQUITIES.

নাই। উক্ত গ্রন্থকার আরও বলেন যে, ভর্তৃহরির
অপর একটি নাম শকাদিত্য*।

রাজা ভর্তৃহরি এক জন প্রধান বৈরাগ্যের বলিয়া
প্রসিদ্ধ। কথিত আছে তিনি পাণিনিরূপ ব্যাকরণের
সুত্র সংকলন করিয়া এক গ্রন্থ লেখেন। কিন্তু একথা
কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। তিনি যে সঙ্গীত
বিজ্ঞার সম্পূর্ণ পারদর্শী ছিলেন, তাহা ভট্টহারী
অথবা ভর্তৃহারিকা রাগিণীতেই প্রকাশ পাইতেছে;
তাহা কর্তৃকই উক্ত রাগিণী প্রচলিত হয়। বৈরাগ্য-
শতক প্রভৃতি যে তিনটি শতক তাঁহার নামে চলিতেছে
তৎসমুদায় তাঁহার রচনা কখনই নহে। যে রাজা
সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া যোগ-মার্গ অনুসরণ
করিলেন, তাঁহার মুখ হইতে নিম্নোক্ত বাক্য কি
কখন নির্গত হইতে পারে?

“বোদ্ধারো মৎসরগ্রন্থাঃ প্রভবঃ স্মরদূষিতাঃ

অবোধোপহতাশ্চান্যে জর্ণমজ্জে সুভাসিতং।”—বৈরাগ্যশতকং।

“অগ্রে গীতং সরস কবরঃ পার্শ্বয়ো দাক্ষিণাত্যঃ

পশ্চাভৌলা বলয় রণিতং চামরপ্রাঙ্কিনীনাং

ষদ্যন্ত্যেবং কুরুভব রসান্বাদনে লম্পটভ্রং

নোচেৎ চেতঃ প্রবিশ লহসা নির্বিকপ্পে সমার্থো।”—বৈরাগ্যশতকং।

* বত্রিশ সিংহাসনেও এই নাম পাওয়া যায়। আমার অনুমান হয়
উল্লেখক, শক-বংশীয় রাজা শকাদিত্যের পর এক বিক্রমাদিত্য রাজ্য
করিয়ছিলেন, এই বিষয়টী শুনিয়া অপর বিক্রমাদিত্যের অগ্রজের
নাম শকাদিত্য স্থির করিয়া থাকিবেন।

পরিভ্রমণান্তর সন্ন্যাসধর্ম পরিগ্রহ করিয়া, পুষ্কর-
তীরের নিকটবর্তী নাগপর্কতে, আলোয়ারে, কাশী-
ধামে এবং চরণাজিতে বহুকাল বাস করেন, এরূপ
কিছদস্তী আছে। নাগপর্কতে তিনি যে প্রস্তরখণ্ডে
বসিয়া ধ্যান করিতেন সেই প্রস্তরখণ্ড অথবা তাহার
কোন প্রতিনিধি সেখানকার পাণ্ডুরা যাত্রিগণকে
দেখাইতে ক্রটি করেনা; এবং চুনারের কেল্লায় রাজা
ভর্তৃহরির গুহা অদ্যাপি প্রসিদ্ধ আছে। অনেক দৃঢ়-
বিশ্বাস লোকে রাজা ভর্তৃহরিকে অমর বলিয়া থাকেন।
কিন্তু একথা যে অলীক তাহা বলা বাহুল্য। সন্ন্যাসা-
বলম্বন করিয়া তিনি মহাত্মা গৌরক্ষনাথের শিষ্য হইয়া-
ছিলেন এরূপ জনশ্রুতি আছে। তাহার নামে এক
শৈবসম্প্রদায় অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে।* বোধ হয়,
তিনিই তাহাদের আদি গুরু।

ভর্তৃহরি গঙ্করসেনের পুত্র এবং বিক্রমাদিত্যের বৈমা-
ত্রেয় ভ্রাতা বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু গঙ্করসেন কে ছিলেন
তাহা এক্ষণে জানিবার আর উপায় নাই। পুরাত্তে এবং
ইতিহাসে বিক্রমাদিত্য নামে তিন জন অথবা ততোধিক

* *Vide WILSON'S RELIGION OF THE HINDOOS.*

† “রাজাবলীতে” ভর্তৃহরিকে বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং
বেতাল পঞ্চবিংশতিতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া নির্দেশ করে। কেহ
কেহ বলেন ইহারা সহোদর ছিলেন।

‡ কর্ণেল উইলকর্ড সাহেব বলেন যে বিক্রমাদিত্য নাম ধারী অষ্ট
বা নব সংখ্যক রাজা ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন, এবং সকলেই
শালিরাহন শালবান নৃসিংহ বা নগেন্দ্র নাম প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর
সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

সম্রাটের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এক বিক্রমাদিত্য ইহাতে সম্বৎ* প্রচলিত হয়; অপর শকারি† নামে বিখ্যাত; তৃতীয় বিক্রমাদিত্যের‡ সভার কালিদাস, বরকচি, বরাহ-মিহির ইত্যাদি নবরত্ন বিদ্যমান ছিলেন।

* ইনি “তোমর” বা তুমার বংশীয় রাজা ছিলেন।

See TODD'S RAJESTHAN, page 87.

অনেকে বলেন যে ইনিই শক দিত্য নামক পার্শ্বত রাজাকে দিষ্ট করিয়া দিল্লী অধিকার করেন, কিন্তু একথা প্রমাণ-সিদ্ধ বোধ হয় না। শকারি বিক্রমাদিত্য এই রাজাকে পরাস্ত করিতেছিলেন ইহাই অধিক সম্ভব।

† এই বিক্রমাদিত্য শক বংশ প্ৰথম বরির শকারি প্রচলিত করেন ইহাকেই কলানকৃত রাজতরঙ্গিনীতে, কালখীরামধিপতি মাতৃগুপ্তের সহায় বলিয়া নির্দেশ করে; এবং ইনিই আরব্য-পণ্ডিতবর আবদুল বর্ণানুসারে হিজরার সপ্ত শতাব্দী পূর্বে প্রাদুর্ভূত করেন। জ্যোতির্বিদ ব্রহ্মগুপ্ত বলেন যে, শকবংশের শেষ রাজা উক্ত সময়ে শাসন ছিলেন, এবং “রহৎসংহিতার” টীকাকার উৎপলও শকারি বিক্রমাদিত্যের ঐ সময় নিরূপণ করেন। কোন কোন গ্রন্থকার বলেন যে কুস্তকার কুলোদ্ভব শালিবাহন নামা এক মহাবল পরাক্রান্ত নরপতি রাজা বিক্রমাদিত্যকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তাঁহার সম্বৎ বিলুপ্ত করতঃ শকারি প্রচলিত করেন। কিন্তু একথা বিশ্বাস-যোগ্য নহে, যেহেতু বিক্রমাব্দ সম্বৎ এবং শকারিতে ১৩৫ বৎসরের প্রভেদ। মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাসে জ্ঞাত হওয়া যায় যে শালিবাহন শকারি বিক্রমাদিত্যের সহিত ব্যাপক কাল যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে এই পণে সন্ধি করেন যে নর্মদা নদী উভয়ের রাজ্যের সীমা থাকিবেক; এবং তৎপরে উভয়েই স্ব স্ব রাজ্যে আপন আপন শক প্রচলিত করিলেন।

‡ বরাহমিহির তৎকৃত “রহৎসংহিতার” লেখেন যে ৩৬০০ (৬০ × ৬০) কলিযুগকে (অর্থাৎ ৪২১ শকারি) তাঁহার বয়ঃক্রম ২৩ বৎসর ছিল। যথা—

যষ্ঠাঙ্গানাং যষ্টি বদা ব্যতীতঃস্বরশ্চ যুগপাদাঃ
ত্র্যধিকা বিংশতিবদা শুদিহ বদা জ্ঞান্যোত্তীতাঃ।

“প্রফুল্ল নীলোৎপল শোভিতানি
 শরারি কাদম্ব বিঘড়িতানি ।
 প্রসন্ন তোয়া নি সশৈবলানি
 সরাংসি চেতাংসি হরন্তি যুনাং ।”

“মন্দানিলা কুলিত চাকু বিশাল শাখঃ
 পুষ্পোদ্যম প্রচয় কোমল পল্লবাগ্রঃ ।
 মত্ত দ্বিরেক পরিপীত মধু প্রসেক
 শিত্তং বিদারয়তি কাম্য ন কোবিদারঃ ।”

এই পুস্তক খানির ভাষার উপলক্ষে আর একটা কথা বলা আবশ্যিক। ইহাতে প্রয়োজনানুসারে আমি “যত্র,” “তত্র,” “যদা,” “তদা,” “কচিৎ,” (‘কোন স্থানের’ অর্থে) “চিরায়” ইত্যাদি কতিপয় সংস্কৃত অব্যয় শব্দ প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হই নাই; এবং স্থানে স্থানে ক্রিয়াপদ সংক্ষেপ করিতেও ক্রটি করি নাই। ছন্দের অহুরোধে যত না হউক, মিষ্টতার অহুরোধে আমাকে এপ্রকার করিতে হইয়াছে।

এস্থলে আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে এই কাব্যের স্থানে স্থানে আমি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত মহাকবি-দিগের রচনার অনুকরণ বা অনুবাদ করিয়াছি। এতাদৃশ অনুকরণ অধুনাতন কোন্ কবি না করিয়া থাকেন? দ্বিতীয় সর্গে “কাদম্বরীর” এবং তৃতীয় সর্গে “উত্তরচরিতের” অনুকরণ সংস্কৃত পাঠকমাত্রেরই সুস্থিতে পারিবেন

রাজা ভর্তৃহরির চরিত বিষয়ে আমার অংশই বক্তব্য আছে। তিনি অগ্নি-কুলান্তর্গত প্রমরবংশীয় রাজা ছিলেন, এবং মালবদেশে উজ্জয়িনী * নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল, পরম্পরা সকলেই ঐশ্বর্য আছেন।† তাঁহার অনঙ্গা ও পিঙ্গলা‡ নামী দুই মহিষী ছিলেন, তন্মধ্যে তিনি অনঙ্গাকে অধিক ভাল বাসিতেন। পিঙ্গলা রাজার প্রীতিভাজন না হইয়াও নিতান্ত পতিব্রতা ছিলেন। কথিত আছে তিনি ইচ্ছাৎ এক দিবস রাজার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া প্রাণত্যাগ করেন। অনঙ্গার প্রকৃতি সেরূপ ছিল না। যদিও অসামান্য রূপ-লাবণ্যে তিনি রমণীকুলের শিরোমণি ছিলেন, তথাপি নিকৃষ্ট ব্যভিচার দোষে তাঁহার চরিত্র কলুষিত ছিল। রাজা ভর্তৃহরি অনঙ্গার অসচ্চরিত্র কীরূপে জানিতে পারিলেন তাহা বেতাল পঞ্চবিংশতিতে প্রকাশিত আছে, এবং তাহাই এই কাব্যখানির প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি রাণীর কুব্যবহার দৃষ্টে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বিরক্তচিত্তে সাম্রাজ্য

* এই নগরীর অপর নাম অবন্তি বা অবন্তী ; বিশালা ইহার আর একটি নাম। এতদ্দেশীয় জ্যোতিষ গণনার ইহার বাম্যোত্তর রেখা (meridian) প্রথম বলিয়া গণ্য হয়।

† See TODD'S RAJESTHAN, page 776.

‡ ইতি রাজাবলী। কেহ কেহ বলেন রাজা ভর্তৃহরির কেবল একটী মাত্র মহিষী ছিলেন, তাঁহার নাম পিঙ্গলা ; এবং তাঁহারই দুঃচরিত্র অবগত হইয়া রাজা সংসারাজ্যম পরিত্যাগ করেন। বত্রিশ সিংহাসনে এই রাজমহিষীকে কোবল-রাজ-ডনয়া তিলোত্তমা বলিয়া উল্লেখ করে।

তবে পদের শেষে অকারান্ত বর্ণ হসন্ত উচ্চারিত হইলে অবশ্যই ছন্দে-ভঙ্গ হইবে।

এই কাব্যে যে সকল সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে “উপজাতিছন্দ” লেখা অপেক্ষাকৃত সহজ; যেহেতু ইহার প্রত্যেক পদের আদি বর্ণ ও *অন্ত্যবর্ণ সংস্কৃত নিয়মানুসারে গুরু অথবা লঘু রাখা যাইতে পারে। বিশেষতঃ ইহাতে আরও একটা সুবিধা আছে, যদিও আমি তাহা সংস্কৃত নিয়মতিরিক্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি; অর্থাৎ যে পদে ‘উপেন্দ্র বজ্র’ থাকে, (‘ইন্দ্র-বজ্র’ না থাকে) তাহার আদিতে একটি লঘুবর্ণ বাড়াইতে পারা যায়। তাহাতে মিষ্টতার হানি হয় না। বথা—

“কবিতানুরাগী” গুণ-লিপ্সু য়ারা,
কাব্যের সারাংশ লভেন তাঁরা;
বথা অকিঞ্চিৎ কটু-পুষ্পপুঞ্জে,
“চতুর” দ্বিরেকে মকরন্দ ভুঞ্জে।
“কবি-কীর্ত্তি-”বৈরী খল-বুদ্ধি বারা,
দোষানুসন্ধান-নিযুক্ত তারা;
রমণী-সুনাগ্রে, ত্যাজি মিষ্ট দুধ,
জৌকে বথা শোণিত-পান-মুদ্র।

* বসন্ততিলকছন্দেও অন্ত্যবর্ণ যেচ্ছানুসারে গুরু বা লঘু রাখা যাইতে পারে।

মালিনী, শার্দূল বিক্রীড়িত প্রভৃতি যে সকল দীর্ঘ-
ছন্দ আছে তৎসমুদায়ে যতি রাখা নিতান্ত আবশ্যক ;
কারণ তাহা না রাখিলে সুশ্রাব্য হয় না, এবং গড়িবার ও
ব্যাখ্যাত জন্মে। কিন্তু ইন্দ্রবজ্র, উপেন্দ্রবজ্র, উপজাতি,
বংশস্থবিল বা বসন্ততিলক ছন্দে যতির তাৎপৰ্য্য প্রয়ো-
জন দেখা যায় না। এই সকল ছন্দে অধিক লিখিতে
হইলে যতি না রাখাই কর্তব্য* ; যেহেতু সকল পদগুলি
এক প্রণালীতে রচিত হইলে অবশ্যই পাঠকদিগের
বিরক্তি জন্মায়। একাদিক্রমে মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতে
কোন ব্যক্তির কচি হয়? নিম্নোক্ত ঋতু-সংহারের
শ্লোকগুলিতে কালিদাস কোন পদেই যতি রাখেন
নাই। অথচ এই সকল শ্লোক যে সম্পূর্ণ সুস্বাদু তাহা
কে না স্বীকার করিবেন।

“রবি প্রভোস্তি | ম শিরোমণি প্রভো

বিলোল জিহ্বা | দ্বয় লীঢ় মাকতঃ ।

বিষাগ্নি সূর্য্যা | তপ তাপিত কণী

ন হস্তি মণ্ডু | ককুলং ত্বাকুলঃ ।”

“* কচিচ্ছন্দম্যাস্তে যতি রতিহিতা পূৰ্ব্বকৃতিভিঃ
পনাত্তে সা শোভাং ব্রজতি পদমধ্যে তাজ্জিহ্বিত ।” ইতি ছন্দো মঞ্জরী
তথা । “শ্বেতমাণ্ডব্য মুখ্যাস্ত নেচ্ছন্তি যুনয়ো যতিং ।”

বেন ? কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, ভারতচন্দ্র অসাধারণ রচনাশক্তি-সত্ত্বেও কেবল ‘ভূজঙ্গ-প্রয়াত’ ‘ভূগক,’ ‘তোটক,’ ‘পঙ্খটিকা,’ ‘গীতিকা,’ ‘পঞ্চচামর’ প্রভৃতি, কতিপয় সামান্য অন্তঃকৃত্ত হৃদয় লিখিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলেন ; এবং “সুকবি-জন-মনোজ্ঞা মালিনী,” উপ-জ্ঞাতি প্রভৃতি, প্রধান প্রধান হৃদয়ের মধ্যে একটীরও উদাহরণ বঙ্গভাষায় দিয়া গেলেন না। তিনি যদি এই সকল হৃদয় স্মর্য কাব্যগুলিকে অলঙ্কৃত করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে এত দিনে অস্বদেশীয় কবিতার যে কত উন্নতি হইত, তাহা বলা যায় না। কবি-তিলক শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদনকে ইংরাজীমতে অমিত্রাক্ষর পয়ার লিখিতে হইত না, এবং ইদানীন্তন অসংখ্য নব্য কবির না গছ না পছ—পরন্তু উভয়েরই অতিরিক্ত এক অদ্ভুত রচনা প্রণালী অবলম্বন করিয়া পাঠকদিগের সময় নষ্ট করিতেন না। *

বঙ্গভাষার আদি কবির (বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, গোবিন্দদাস ইত্যাদি) সংস্কৃতহৃদয়ে লিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যতঃ তাঁহারা, পূর্বতন মহা-কবিদের মনোনীত হৃদয় সমুদায় আয়াসজনক বোধে হিন্দীভাষার সরল ও সহজ প্রণালী অবলম্বন করিয়া, কিংবা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া, কবির জয়-দেবের “মধুর কোমল কান্ত পদাবলীর” অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া, “পঙ্খটিকা” প্রভৃতি কতকগুলি মাত্রারত

মাত্র লিখিরাগিয়াছেন। তথাপি তাঁহাদের পশ্চাৎভর্তী কবিরা যদি সেই সকল মাত্রারূপ ও জীবিত রাখিতেন, তাহা হইলেও বাদলা কবিতার যথেষ্ট উপকার হইত সন্দেহ নাই।

বঙ্গভাষায় সংস্কৃতছন্দ লিখিতে হইলে প্রত্যেক শব্দের, প্রত্যেক বর্ণের লম্বুত্ব বা গুরুত্ব নিরূপণ করা আবশ্যিক। যে সকল শব্দ সংস্কৃত-মূলক তাহাদের উচ্চারণে কোন সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। কিন্তু ‘যেন,’ ‘হেন,’ ‘কেন,’ ‘কোন,’ ‘আমি’ প্রভৃতি অপর অনেক শব্দ আছে যাহাদিগকে সংস্কৃতভাষার নিয়মানুসারে উচ্চারণ করিতে হইলে সূত্রাব্য হয় না। কারণ আমরা উক্ত শব্দগুলিতে ‘এ’ কার, ‘ও’ কার, বা ‘আ’ কার হ্রস্ব উচ্চারণ করিয়া থাকি। তথাপি পাছে সংস্কৃত নিয়মের পক্ষপাতী কোবিদবৃন্দ এ বিষয়ে আপত্তি করেন, আমি কোন স্থানে তাঁহাদের মতের অন্যথা-চরণ করি নাই। কেবল শব্দের অন্তে যে “ও” কার সংস্কৃত “অপি” র অর্থে প্রয়োগ হয়, (যেমন “তাহাও”) তাহা হ্রস্ব বলিয়া গণনা করিয়াছি মাত্র। এরূপ না করিলে অত্যন্ত অপ্রতি-কটু বোধ হয়। শব্দের শেষ বর্ণ অকারান্ত হইলেও হ্রস্ব উচ্চারণ করা আমাদের এক প্রকার প্রথা হইয়া উঠিয়াছে! ইহাতে ছন্দের পক্ষে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই, পাঠক-মাত্রেরই বুঝিতে পারিবেন; কারণ মাত্রা সমান থাকে

ভট্টহরি কাব্য ।

প্রথম সর্গ ।

অবনি-মণি-অবন্তী-রাজরাজেন্দ্র ধামে, †
প্রমদ-বিপিন‡ মধ্যে, চাক সিপ্রা § তটান্তে,
রতি জিনি রমণীয়া, বেষ্টিতা আলি-বৃন্দে,
ধবল উপল মঞ্চে রাজিতা রাজরাণী । ১ ।

ইনিই ধরনি-ধন্যা দেশ-মান্যা অনঙ্গা,
॥ প্রমর-পতির একা-প্রেমসী প্রাণতুল্যা ;
নধুর অমৃত মাখা এই সে সৌম্য মূর্তি,
ক্ষিতিপতি-হৃদিপাশে সর্বদা যা বিরাজে । ২ ।

* এই সর্গের প্রথম অবধি বাইশটি শ্লোক মালিনীচ্ছন্দঃ । এই ছন্দে
অষ্টম অক্ষরের পর বতি (Cesural pause) ইহার প্রত্যেক পদে আদ্য
৬ অক্ষর লঘু, ৭, ৮, ও ৯ গুরু, ১০ লঘু, ১১, ১২ গুরু, ১৩ লঘু,
১৪ ও ১৫ গুরু ।

† কিম্বা—সুরপুর সম মর্ত্যে মালবাধীশ-ধামে,
অর্থবা—ধরনি-মণি-বিপিনা—লোকপালাবরোধে, ইত্যাদি ।

‡ প্রমদ-বন, রাজপুর অস্তঃপুরস্থিত বিহার-বন ।

§ নদী বিশেষ, উজ্জয়িনী বা অবন্তীনগরী এই নদীর তীরে সংস্থিত ।

॥ অম্বিকুলের অন্তর্গত কজুর বংশ বিশেষ ।

ফুল সম সুকুমারী, দীর্ঘ-কেশা, কুশাঙ্গী,*
অচপল-তড়িতাভা মুন্দরী, গৌরকান্তি,
মধুর নব-বয়স্কা, পদ্মিনী-অগ্রগণ্যা,
যুবক-নয়ন-লোভা “কামিনী কামশোভা ।” ৩ ।

বিকচ জলজ তুল্য স্নেহ উৎফুল্ল আশ্র ;
† অমরক-চয় তাহে ভঙ্গ-শোভা প্রকাশে ;
স্থলিত চিকুর-বন্ধ ব্যাপিরা পৃষ্ঠদেশে,‡
পতিত বিমল তপ্পে নিন্দিয়া মেঘমালা । ৪ ।

সুতনু অনতি-বক্রা জল-তা দীর্ঘ-রেখা .
প্রণয়-সলিল-পূর্ণ স্নিগ্ধ নীলাজ্ঞ § নেত্র ;
জিনি মধুকর-পালী ॥ পদ্ম-রাজী বিশালা ;
নয়ন-তট অপাঙ্গে, কজ্জলে উজ্জ্বলাভা । ৫ ।

বিরচিত নব-রত্নে পত্রপাশা ॥ ললাটে ;
তপন সদৃশ নিম্নে দীপ্ত সিন্দূর-বিন্দু ;
অমল কমল-কান্তি ব্যক্ত আরক্ত গণ্ডে ;
তিল-ফুল জিনি নাসা বেশরে বেশ সাজে । ৬ ।

* কিংবা—কুমুম-মুহু কুশাঙ্গী, নাতিদীর্ঘা, ন খরুঁ,
অচপল তড়িতাভা মোহিনী গৌরকান্তি,
যুবক-জন-মনোজ্ঞা যৌবনালকৃত-জী,
স্নয়-শর অমুরূপা, পদ্মিনী অগ্রগণ্যা ।

† অমরক—ললাটস্থিত চূর্ণ কুস্তল । ‡ অথবা—পৃষ্ঠ-বাসঃ ।

§ কিংবা—সারঙ্গ নেত্র । ॥ অঙ্গী । ॥ ললাটের আভরণ বিশেষ ।

র অধর ওষ্ঠে গঞ্জিছে পঙ্ক বিষে ;
বদন-সুরভি ভারে মন্দতা-প্রাপ্ত বায়ু ;
ধবল দর্শন-মুক্তা, রক্ত তাম্বুল-রাগে,
বিমল মধুর হাসে মানিকাতা বিকাশে । ৭ ।

ক্ষণ-বিলসিত-বিদ্যাং তুলা হাস্যচ্ছটাতে,
নয়ন অধর গণ্ডে, সর্বতো ধায় দীপ্তি ;
অরুণ উদয় কালে বাদুশ স্বপ্ন বাতে,
শর, শতদল-জালে, বীচি-মালে সুশোভে । ৮ ।

কণক-রচিত কাণে রাজিছে কাণ-বালা ;
কলিত ললিত তাহে নীল-রত্নাবতংস ।
সুচিকণ গলদেশে লবিতা মোতি-মালা,
হিমগিরি-অবতীর্ণা বাদুশী জঙ্ঘু-কন্যা । ৯ ।

মন-মৃগ ধরিবারে, আনত স্কন্ধদেশে,
প্রসরিত *তনু-মুক্তা-জাল সৌন্দর্য্যশালি ;
মসৃণ নলিন-নালে নিন্দিয়া বাহু-বল্লী
নব শশধর-লেখা অঙ্গদে শোভনীয়া । ১০ ।

হিম-কচি মণিবন্ধে শোভিছে হেম-বালা ;
করতল উপহাসে পদ্মরাগে সরাগে ;
রসিক-হৃদয়-লোভা অঙ্গুলী চম্পকাতা
খচিত-রতন-মুক্তা অঙ্গুরীয়ে সুযুক্তা । ১১ ।

যদিচ জড়িত* সম্যক্ সুন্দর কোষেয় চোলে,†
 বলয়িত মণিহারে পীন বন্ধোজ-চক্র.
 জিনি শশধর-বিশ্ব ক্ষীণ মেঘাস্তরালে,
 নিখিল নয়ন যোহে অম্প অম্প প্রকাশে । ১২ ।

অতিশয় সুকুমার কাম-নেত্রাভিরাম‡
 ত্রিবলি-বলিত নম্র ক্ষীর-কুন্দভ-মধ্য ;
 বুঝি উরসিজ-মুগুণ্ড ভাবি যোগেন্দ্র শূলী,
 পশিল সভয় চিত্তে নাভিকূপে অনঙ্গ । ১৩ ।

কচির কটি-উপান্তে ইন্দ্রচাপানুকারি
 প্রশিখিল কটি-বন্ধে লগ্ন নীলাক্ত বাসঃ ।
 পৃথুল গুরু নিতম্বে রত্ন-কাঞ্চী বিরাজে,
 সুর-করিবর-কুন্তে, নিম্নি মন্দার-মালা । ১৪ ।

চরণ-অকণ বর্ণে লজ্জিছে রক্ত-পদ্মে ;
 কণিত কখন তাহে স্বর্ণ মঞ্জীর মঞ্জু ;
 মধুর মধুর ধারা যার সিঞ্জার শব্দে,
 মদকল অলিরুদ্ধে আসিয়া হারি যানে । ১৫ ।

* কিম্বা—সুন্দর ।

† কাঁচলীতে ।

‡ কিম্বা—অতিশয় সুকুমার প্রোজ্জল ক্ষীর-কাঞ্চি,
 ত্রিবলি-বলিত মধ্য কাম নেত্রাভিরাম ;

ভঙ্করি কাব্য ।

মরি ! মরি ! কি বিচিত্র ! স্বৰ্ভূ মর্ত্য লোকে ।
হরি পরিহরি কিম্বা সিদ্ধকন্যাবতীর্ণা !
মদন-মথন দেবে খৰ্খিয়া দৃষ্টিপাতে,
যুবতি বুদ্ধি অনঙ্গে অঙ্গদানে প্রবৃত্তা । ১৬ ।

চরমগিরি উপাংশে বাকশী দিগ্বিভাগে,
প্রশমিত বর-জালে বিস্তৃতাস্যে সরাগে,
বিপুল-তর-তরঙ্গাকীর্ণ শিপ্রার বক্ষঃ
দিনুমনি অনু-রাগে রঞ্জিছে রক্তসারে । ১৭ ।

ত্রিদশ-জয়-পতাকা তুল্য নীলাশুরীক্ষে
'সচল জলদ-মালা শোভিছে রক্তবর্নে ;
কল-কল্লিত বলাকা* নিম্নভাগে বিরাজে ;
নিরখি গগন-শোভা মোহিতা রাজপত্নী । ১৮ ।

বিবিধ কুমুম গন্ধে পূর্ণ উদ্যান-রাজী ;
রসিক-মদুপ-পুঞ্জে গুঞ্জি পীযুষ ভুঞ্জে ;
ফুলময় নব নীপে† পাশিয়া মুক্তকণ্ঠে
সুলয় মধুর তানে মোহিছে চিত্ত গানে । ১৯ ।

* বলাকা, বকপঞ্জি নহে । বলাকা, বক *ইতে ভিন্ন ; ইহারা হংস-
জাতীয় পক্ষী । See DR. HALL'S PREFACE to "Vāmana-
dattā." Page 35.

† কদম্ব বৃক্ষ ।

বহু-বিধ গুণ-যুক্তা, গীত বাদ্যানুরক্ত।
 অবনি-পতি-বধূরে তোষণার্থে, প্রসঙ্গে,
 সহিত মুরজ বীণা, গায়িকা আলি সর্কে
 ললিত অমৃত ধারা ঢালিছে কর্ণ-রঞ্জে । ২০ ।

খচিত শশি-সমূহে মণ্ডলাকার পুচ্ছে,
 ধনিত-মুরজ-তালে নাচিছে নীলকণ্ঠ ;
 অবিরল কল-কেকা-নাদ-পূর্ণা বনালী ;*
 বিকল সকল লোকে পঞ্চবাণে বিমুগ্ধ । ২১ ।

শ্রবণ, নয়ন, নাসা ভূপ্ত সম্পূর্ণ সদাঃ
 সুখ-মূলভ সুনিদ্রা আসিছে নেত্র-পদ্মে ;
 কিশলয় উপধানে মস্তক স্ফাপি দেবী
 মুহু মলয় সমীরে যান নিদ্রা অবোধে । ২২ ।

* " শিশিকুল-কল-কেকা-নাদ-রম্য বনালীঃ ।

সুখিনমসুখিনমঃ সৰ্বদুঃকৰ্ণরন্তি "।

ইতি ভৰ্গবিরি বিরচিত শৃঙ্গারশতং

*অতঃপরে ভর্তৃহরি ক্ষিতীশ,
প্রীতি প্রফুল্লোজ্জ্বল পাটলাক্ষ,—
তেজঃ প্রভা ব্যক্ত সহাস্য আস্য,—
ক্রীড়া-বনে আগত সেই খানে । ২৩ ।

উৎকোশ-চক্ষু প্রতিরূপ নাসা,
ললাট বিস্তীর্ণ, বিশাল বক্ষঃ,
শিরে কিরীট জ্বলদগ্নি-দীপ্তি,
স্বর্ণ-প্রভ শ্রীকল দক্ষ হস্তে । ২৪ ।

প্রগাঢ় লাক্ষারস-রাগ-রক্ত
প্রিয়া-পদদ্বন্দ্ব নবাকণাভ
স্পর্শে সহর্ষে নিজ পাণিপদে
হরেন রাজা মহিবীর তত্ত্বা । ২৫ ।

“নিদ্রালসাদ্বি । ত্যজ ঘোর নিদ্রা,
সবাগ্র চিত্তে তব বোধনাথৈ,
প্রেমাভিলাষী অনুরক্ত ভক্তে
ধরে স্বহস্তে তব অজ্জি-পদ্ব । ২৬ ।

* এই গ্লোকাবধি এই সর্গের শেষ পর্য্যন্ত উপজাতিচ্ছন্দঃ । এই
ছন্দের আদ্যাক্ষর লঘু কিম্বা গুরু, ২, ৪, ৫, ৮, ১০ ও ১১ গুরু
৩, ৬, ৭ ও ৯ লঘু, পাদান্ত্যবর্ণ লঘু থাকিলেও গুরু হইবেক ।

“দেখ, প্রিয়ে, চাক দিনাস্ত শোভা,
বিশ্রাম আশে খর-রশ্মি-মালী
অস্তাবরোধে পশিছেন ধীরে,
উদীর্ণ-রাগা করি বাকণীরে । ২৭ ।

“নিদ্রার বেল নয় এ স্নেহে,
পাশাণ-শয্যা ত্যজ কোমলাঙ্গি,
উন্মীলি চক্ষুঃ কর দৃষ্টি রঙ্গে
অপূর্ব কাঙ্ক্ষি প্রকৃতি প্রকাশে । ২৮ ।

“কিবা প্রিয়া-লোচন পক্ষ্মশালি
উন্মীলিছে এ সময়ে মনোজ্ঞ !
যথা তড়াগে, সহ বহুপদালী,
উদ্ভিন্ন ইন্দীবর এ প্রদোষে । ২৯ ।

“ভুঞ্জের ফেণাভ সিঁতাশ্মা-মণ্ডে,
সুপ্তোন্মিতা এখন আলমাদী !
পদ্মালয়া পদ্মমুখী স্বয়ং কি
সমুন্মিতা ক্ষীর-সমুদ্র হৈতে ? ৩০ ।

“হে দেবি পদ্মে ! কমলারতাক্ষি !
অধীন পানে কর সৌম্য দৃষ্টি,
হৃৎপদ্ম-মণ্ডে বিহরি প্রমোদে.
তোব, প্রিয়ে, ভর্তৃহরি-প্রসক্তি । ৩১ ।

ভক্তহরি কাব্য ।

“ তুমি, প্রিয়ে হে, মম জীব-যক্তি,
চক্ষের তারা, হৃদয়ের রত্ন ;
নিরীক্ষণে যার মুখেন্দু-কান্তি
যনের আধার পলায় দূরে । ৩২ ।

“ তোমা বিনা হে যত কাল আমি
সিংহাসনারূঢ় ছিলাম, কান্তে,
অগ্রীতি-দাত্রী ছিল রাজলক্ষ্মী,
সংসার নিঃসার হ’ত প্রতীত । ৩৩ ।

“ চতুর্দিকে বেষ্টিত রাজ-ভোগে,
বিলাস-বাঞ্ছা ছিল না তথাপি ;
সভার মধ্যে রহিতাম একা ;
লোকালয়ে থাকি সদা বিরাগী । ৩৪ ।

“ তোমায় পেয়ে গত সে বিরক্তি ;
নবানুরাগে হ’ল পূর্ণ চিত্ত ;
বসন্ত কালে নব পত্র মালে
শোভে যথা নীরস সজ্জ-বৃক্ষ । ৩৫ ।

“ যোগী যথা প্রাপ্ত হলে মহেশে,
দরিদ্র যেরূপ সুবর্ণ-লাভে,
তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি সুমিষ্ট তোরে,
তোমায় পেয়ে তত তৃপ্ত আমি । ৩৬ ।

“ যবে শুভে দূত মুখে স্বদীয়
রূপ প্রশংসা শুনিয়া, সহর্ষে
তবালয়ে উত্তরিয়া, স্বচক্ষে
অপূর্ব শোভা করিলাম দৃষ্টি । ৩৭ ।

“ তৎকাল আমার মনের মধ্যে,
অভূত-পূর্ব প্রণয়-প্রবাহ,
অনঙ্গ বেগে বহিয়া অবাধে,
স্বধায় আপ্লাবিল এই পৃথ্বী । ৩৮ ।

“ প্রভায় উদ্যোতিল দিগ্ দিগন্ত,
স্বর্গের শোভা ধরিল ধরিত্রী ;
স্বভাব আসে হ'ল দীপ্ত হাস্য ;
আনন্দ উদ্ভাসিল সর্ব লোকে ।

“ ক্ষণেক মধ্যে হ'ল এই দেহে
নবীন আত্মা, নব-জাত তেজঃ ;
পূর্বের জাড্য ক্ষয় হৈল সদ্যঃ ;
উৎসাহ উদ্ভিক্ত, পুনঃ মনেতে । ৪০ ।

“ সে দণ্ড হৈতে বুঝিলাম আমি,
এ মর্ত্য ধামে স্মধু সার নারী,
দেবের মধ্যে স্মরদেব মান্য,
সীমন্তিনী-প্রেম অমূল্য রত্ন । ৪১ ।

“সে দণ্ড হৈতে, ছদি মন্দিরেতে,
তোমার কাম্বে, অধিদেবতা-বৎ,
বসাইয়া, আপন চিত্ত-বিত্ত
দিলাম নৈবেদ্য তবাজ্জি-পদে । ৪২ ।

“একাল পর্য্যন্ত তবোপযুক্ত
পূজা প্রদানে ছিলনাক শক্তি,
অদ্য, প্রিয়ে, কিন্তু বিধি প্রসন্ন,
মিলাইলা এক অপূর্ণ বস্তু । ৪৩ ।

“প্রসুপ্ত নেত্রে কর দৃষ্টি, রম্যে,
আমার হস্তে, তব যোগ্য ভোগ্য
অমর্ত্যবল্লী-ফল এই রাজ্যে,
আশ্বাদ বাহার জর্য নিবারে । ৪৪ ।

“অনেক কালের তপঃ প্রভাবে
জ্ঞানৈক যোগীশ্বর, দৈবযোগে,
এ ত্রীকল প্রাপ্ত হয়ে অতীর্থে,
দিলেন আমার অনুগ্রহেতে । ৪৫ ।

“হে নর্মদে ! যৌবন-ভুবিভাঙ্গি !
যোগি-প্রসাদে ধর ভক্তি ভাবে,
শুভক্ষণে ভক্ষ সুখে ইহারে,
রবে চিরায় স্থির যৌবনেতে । ৪৬ ।

“ কীনাঙ্গ তারাপতি রূপপক্ষে,
সরোজিনী লানমুখী প্রদোষে,
শোভা-হতা জীগণ যৌবনাশ্বে ;
দৃষ্টে নহে কে পরিতপ্ত-চিত্ত ? ৪৭ ।

“ অপূৰ্ণ শোভা তব আস্য-পদে
বিলোকিয়া, হুঃসহ হুঃখ ভারে,
বনাস্তুরালে কত কাঁদিয়াছি,
ও মোহিনী ত্রী হরিবেক কালে ! ৪৮

“ সে ধেদ আমার সমাপ্ত আজি,
কালের চিন্তা সব হৈল অন্ত ;
বিশ্বস্ত চিত্তে ফল ভক্ষ, কাশ্বে,
তাকণ্য-ভোগে রহিবে চিরায়ুঃ । ৪৯ ।

“ না রৈল আমার সুখের সীমা :
যে রূপ-লাবণ্য অতুল্য লোকে,
প্রতিফলনে যা হৃদয়ে বিরাজে,
সন্মান ভাবে রহিবেক তাহা । ৫০ ।

“ লয়ে, প্রিয়ে, এই অপূৰ্ণ ডালি,
দাসে পুরস্কার করা বিধেয় ;
সুধা ফলাস্বাদ বিনিমি মিষ্ট,
প্রেমাদরে তোষহ আশ্রিতেরে । ৫১

“ লজ্জায়, কাস্তে, নিজ বস্ত্র-কাঁশ্ত
চেলাক্কেলে ঢাকিছ হে কি জন্যে ?
আদিত্য-অস্তে বিধু শুক্ল-পক্ষে
রহে কি সন্ধ্যোপিত অধরেতে ? ৫২ ।

“ পত্রের আড়ে ভ্রমরের কাছে,
ছাপা কি থাকে কুমুমের গন্ধ ?
ক'তক্ষণ আনি সুখাংশু-বিশ্ব
প্রবকন। রাহু করে চকোরে ? ৫৩ ।

“ লাবণ্য-বাণী তুমি হে বরাদি !
আমার চক্ষুঃ শুধু এই জন্যে,
ও রূপ-শোভা যত বার পীয়ে,
ইহার তৃষ্ণা তত পায় বৃদ্ধি । ৫৪ ।

“ উন্মীলিয়া দীপ্ত অসংখ্য নেত্র,
অাকাশ দেখে তব অঙ্গ-শোভা ;
*প্রদীপ-মালায় তথা বনালী
বিমুক্ত ভাবে রয় নির্নিমেষে । ৫৫ ।

* অনেকানেক স্থানে রাজার অন্তঃপুরস্থ বিহারোদ্যান সন্ধ্যাকালে
দীপাবলীতে প্রদীপ হইয়া থাকে ।

“ দেখ প্রিয়ে, চঞ্চল গন্ধবাহ,
 শিপ্রার বক্ষে রচি উর্মিমাল্য,
 সঞ্চালিয়া কুন্তল-জাল গালে,
 চুপে অবোধে তব বক্তৃ-বিম্ব । ৫৬ ।

“ তথা কলালাপ মরম লোভে,
 ঝঙ্কারিছে ঐ বদনারবিন্দে ;
 তবে কি জনে তুমি এই দাসে
 বিড়ম্বিছ, প্রেরসি, আস্য ঢাকি - ৫৭ ।

“ বিষাক্ত তোমার কটাক্ষবাণে
 করেছ নাথে মৃতকল্প, কান্তে !
 বাঁচাইবে যদিপি হে ইহারে
 মুখামিয়া দেহ উদার চিত্তে । ৫৮ ।

“ করাজুলী নাড়ি, মৃদুস্মিতাস্যে,
 মিছা নিবার প্রণয়ী প্রিয়েরে !
 না জান পুষ্পানব-পান লোভে,
 সহে লতা-ভাঙন ধীর ভূঙ্গ । ৫৯ ।

“ অতঙ্গি তোমার বিচিত্র ভবি,
 বাড়াইছে আগ্রহ চিত্র মধ্যে ;
 যথা রসাত্যা মুখ-ভঙ্গি-যুক্তা
 তরঙ্গিনী সঙ্গম সিন্ধু বাঞ্ছে । ৬০ ।

“চাক্ষী সূধা সূদ্ধ চকোর হেতু,
দ্বিরেক জনে নলিনী-মরন্দ,
মেঘের ধারা সূধু চাতক্যার্থে,
কান্তাধর প্রেষ্ঠ জনের জন্যে ।” ৬১ ।

রাজার বাণী শুনিয়া, সলাজে,
কার্য্যচ্ছলে স্মেরমুখী সখীরা,
উঠে গিয়া, ব্রহ্মগণান্তরালে
রহে গবে কোতুক দর্শনার্থে । ৬২ ।

দাসী সমক্ষে পরিহাস বাক্যে,
ভূপাল-পত্নী অপমান বোধে,
অধোমুখেতে রহিলেন খেদে ;
রাকা শশী বাদুশ রাছ-ভুণ্ডে । ৬৩ ।

তরঙ্গিয়া তাঁর সূচাক বক্ষঃ
নিশ্বাস বাত্যা বহিল প্রচণ্ডে ;
মুহমুহঃ কম্প ধরে শরীরে ;
ষেদাসুতে আর্দ্র সমস্ত বস্ত্র । ৬৪ ।

অপূর্ব মানের প্রভাব দৃষ্টে,
চমৎকৃত-প্রায় হয়ে নরৈন্দ্র
চিন্তেন চিন্তে, কি উপায়-যোগে
এ ঘোর দায়ে হইবেন মুক্ত । ৬৫ ।

প্রচণ্ড কোপানিস-সূৰ্ণ্যমানা
মানের আঃ ভগতা তরীয়ে
উদ্ধারিতে, ব্যাকুল অস্তরেতে
করেন চেষ্টা নৃপ কর্ণধার । ৬৬ ।

“তাজ, প্রিয়ে, মানিনি, মান-পীড়া;
নহে উহা ও হৃদয়ের যোগ্য;
পরের দুঃখে হয় দীর্ঘ যাহা,
মানাগ্নি তাহা সহিবে কি রূপে ? ৬৭ ।

“এ সেবকেরে তুমি জান না কি ?
সদা সমস্তে প্রিয়-কার্য্যকারী ;
তবে কি জন্যে বিপরীত ভাবি
আমায়, বামে, তুমি আজি বামা ? ৬৮ ।

“অদুর্ঘট আগোদ-রস-প্রসঙ্গে,
বিরক্ত-ভাবা হইলে কি হেতু ?
সুধাশয়ে মন্দি পয়ঃসমুদ্রে,
আমার ভাগ্যে বিষ মাত্র লব্ধ ! ৬৯ ।

“সুস্বাদু-তোয়া বিমলা নদীতে,
পিপাসিত ব্যগ্রমনা গজেন্দ্র,
নামি প্রদোষে, জল-পান আশে,
পঙ্কাকুলা হা ! করিলেক তারে । ৭০ ।

“প্রত্যেক কুঞ্জে মধুলেহি-পুঞ্জে
অজস্র পুষ্পাসব ভুঞ্জি শুঞ্জে ;
সমস্ত কামী রস রস-গামী ;
দুর্ভাগ্যতঃ বঞ্চিত সুদ্ধ আমি । ৭১ ।

“বারেক উল্লে করিয়া সুদৃষ্টি
দেখ প্রিয়ে, নব্য শশী সরাগে
সমস্ত লোকের বিনোদি ঢক্ষুঃ
প্রাচী-বধূ-আস্য মহাস্য চুষে । ৭২ ।

“তথাপি তাহে হইয়া অতৃপ্ত,
নিশীথিনী-কাস্ত নিতান্ত ধৃষ্ট,
সরোবরে শুভ কর প্রসারি,
জাগাইছে সুপ্ত-কুমুদতীরে । ৭৩ ।

“তারা সমূহে গগনাক্ষনেতে
বিলোকি নাথের বিদগ্ধ লীলা,
তথাপি তারে ক্ষমি তার পার্শ্বে
বিরাজিছে দেখ অখিন্ন চিত্তে । ৭৪ ।

“যথার্থ দোষী হইলেও* কাস্ত,
নহে কদাচিত্ তবু বর্জনীয় ;
“দোষাকরে” প্রাপ্ত হয়ে ত্রিযামা
জ্যোৎস্না ফুলে হাস্য করে কি না হে ? ৭৫

এস্থলে বাঙ্গালা ভাষার প্রথাভ্রমারে “ও” হ্রস্ব বর্ণ হইয়াছে ।

“এ কান্ত একান্ত তবানুরক্ত,
কিসে হ'ল ক্রোধ-বিরক্তি-পাত্ত ?
লাবণ্য-ধন্যে, বলনা কি জন্যে
প্রসাদ-দীনা হইলে শরণ্যে ? ৭৬ ।

“বিচিত্র তোমার চরিত্র, কান্তে !
নেত্রের নীরে দহিতেছ চিত্র,
তোম্মার নিশ্বাস বহে অধীরে,
অন্যের বক্ষঃ বিদরে উহাতে । ৭৭ ।

“নিতান্ত মোরে যদি ভাব নোষী,
কি হেতু মোনে রহিয়াছে রাগি ?
তিরস্কিয়া, বা চরণ প্রহাবে,
কর, প্রিয়ে, দণ্ড মনের সাধে !” ৭৮ ।

আকর্ণনে এই বিদগ্ধ বাণী,
না থাকিতে পারি নৃপাল-পত্নী,
অধীর চিত্তে, উপরোধ ছাড়ি,
সগর্ভ ভাষে कहিলেন ভূপে ।। ৭৯ ।

“দোষের চেয়ে, তব বক্র বাক্য
নিতান্ত আমার বুকে অসহ ;
অস্ত্রের-ঘাতে নয় সেই কষ্ট,
যে কষ্ট কাঁটা ফুটিলে শরীরে । ৮০ ।

“না জানি কীদৃক পুরুষের চিত্ত,
স্বার্থের জন্যে পর-মর্ম্ম-ভেদী ;
ক্রৌড়ায় উন্মত্ত হুরন্ত হস্তী
। ভাঙে অদোষে বিটপীর শাখা ।/৮১।

“ব্যাধের হস্তে হরিনী যথা হা ।
সরোজিনী বা করিরাজ-শুণ্ডে,
রাক্ষা যথা ঘোর ঘনের জ্বালে,
নারী তথা নির্দয়-নাথ-অঙ্কে । ৮২ ।

“যে বাহু-দণ্ডে অরি-সৈন্য কাঁপে,
অযোগ্য তাহা অবলাবমর্দে,
মাতঙ্গ-কুন্ত-ক্ষরকারি-সিংহ
কোথা বিদারে শশকীর অঙ্গ ?” ৮৩ ।

ইহা বলি ক্ষান্ত হলেন রাণী,
বস্ত্রাঞ্চলেতে মুচিলেন বাঙ্গ ।
অতঃপরে দীর বিদগ্ধ রাজা
আবার তাঁরে কন মিষ্ট ভাষে । ৮৪ ।

“আমায় পীযুষ রসের তুল্য
সুমিষ্ট লাগে তব কষ্ট বাক্য ;
মোনের চেয়ে কটু-ভাষ ভাল,
উন্মোদকে তব্বি নিবায় বহি । ৮৫ ।

“ শক্তি-স্বরূপা তুমি কাম-শক্তি,*
কটাক্ষ মাত্রে পৃথিবী-বিজেত্রী,
গিরীন্দ্র-মুখে ধরিয়াছ বক্ষে,
তবে কিরূপে ‘অবলা’ বলাবে । ৮৬ ।

“ আনার আজি গ্রহ সর্ব্ব কর্ত্ত,
আশা-লতাতে ফলিছে নিরাশা,
নদীর আশে মধি দুষ্ক-রাশি,
পেলাম, কাস্তে, সুধু তাঁত্র তত্র ।” ৮৭ ।

রাণীর একে ছিল মান ভারি,
বাক-চাতুরীতে হল বৃদ্ধি আরো ;
তা দেখিয়া ব্যস্ত হয়ে নরেন্দ্র
বিনীত ভাবে ধরিলেন পায়ে । ৮৮ ।

কথা বড়ে তাড়িত মেঘরাশি,
নৃপাঙ্গনা-কোপ লুকাল তূর্ণ ;
সদস্ত্রমে সাক্ষ-মুখী নতাজী
ধরেন রাজার কর স্বহস্তে । ৮৯ ।

মানাবসানে মহিষীর আশ্র
আশ্চর্য্য শোভা ধরিল স্বভাবে ;
শরশিখাতে ঘন-জাল-মুক্ত
মথা বিরাজে তুহিনাংশ-বিশ্ব । ৯০ ।

বাপ্পাকুলা গদ্ গদ ভারতীতে
কহেন রাণী অবনীর নাথে,—
“ক্ষম প্রভো প্রেম-বিবাদ-জ্ঞাপ,
দাসীজনে রাখ পদারবিন্দে । ১১ ।

“পরীক্ষিতে হে তব ভালবাসা!
মানানল জ্বালিছু আমি রাজন্ !
নথ্য যথার্থানুভবের জন্যে,
হিরণ্য-রেতায় দহে হিরণ্যে । ১২ ।

“তোমার বৈদক্ষ্য সুগোচরাশে,
রসাল ভাষা শ্রবণাভিলাষে,
দেখাইয়া কৃত্রিম কোপ, রাজন্ !
ছিলাম মোনে অতি ঘোর মানে । ১৩ ।

“পরে মনে ভাবিছু, সখ্য-সুত্র
মানের টানে যদি যায় খণ্ডি,
আবার তারে যুড়িবার কালে,
নিদাকণ এস্থি হবে অবশ্য । ১৪ ।

“এতক্ষণে সে ভয় হৈল অন্ত,
মানের মান প্রিয় রাখিলে হে,
নিতান্ত বাধা তব অজ্জি-পদে
প্রেমের ডোরে রছি আমি বাঁধা ।” ১৫ ।

সুতান বংশীধ্বনি নিন্দি মিষ্ট
রাণীর বাণী শুনিয়া প্রমোদে,
রসাতিলাসে, পরিহাস ভাবে,
তীরে সহাসে কন পার্শ্ববেন্দ্র । ১৬ ।

“এস্থি স্বরূপে প্রণয়েক্ষু-দণ্ডে,
মানের আশ্বাদ সুধার তুল্য,
ক্রৌড়ার কোপে অপরূপ শোভা
ধরে স্ননেত্রে তব কুণ্ডিত ক্র । ১৭ ।

“বাপ্পাচুর্ঘর্ষী ঘন-জাল-রূপী
স্বভাবতঃ মান বটে অহর্য,
তথাপি তোমার সুবক্র ভঙ্গী
শক্রায়ুধশ্রী প্রকটে উহাতে । ১৮ ।

“কিবা তদা লোচন-লোভনীয়া
ছবি প্রকাশে তব গাত্র-বক্টি,
আকুলনে পুষ্পধনুঃ স্বরূপা,
নম্রীকৃতা স্বেদ-মধু প্রসেকে ।” ১৯ ।

ইহা কহি, ক্ষাপতি মুগ্ধচিত্তে,
দেবী সহ, প্রীতি-সমুজ্জ্বলাশ্রো,
মদালসে মত্ত-গজেন্দ্র-গামী,
আবাস-সৌধে চলিলেন রঙ্গে । ১০০ ।

ইতি ভর্তৃহরি কাব্যে অমরকল প্রদানো নাম প্রথমঃ সর্গঃ

দ্বিতীয় সর্গ ।



*বিনাশিয়া ধ্বাস্ত, বিভূষিয়া দিশা,
বিকাশিয়া পদ্ম, বিভাগিয়া মহী,
মরীচিমালী, জিনি কুকুমচ্ছটা,
সহাস্য আস্যে উঠিলেন অশ্বরে । ১ ।

সুকোমলাঙ্গী, হিমহার-ভূষণ,
উষা নবোতা, বিকচাশুজাননা,
অপূৰ্ণ-তেজা অবলোকি ভাস্বরে,
ভরায় শঙ্কায় পলায় পশ্চিমে । ২ ।

সুগন্ধ-নিশ্বাসবতী ভয়াকুলা
প্রিয়ার কাतर্য নিবারণাশয়ে,
প্রভাকর, ব্যগ্র কর প্রসারিয়া,
পিছে পিছে যান অধীর মানসে । ৩ ।

অনন্তশোভা অলকায় নিন্দিয়া,
ধরা-প্রসিদ্ধা নগরী অবস্থিকা,
বিলোল-সিপ্রা-লহরী-বিভূষিতা,
নবাতপে অদ্য অপূৰ্ণ শোভিছে । ৪ ।

* এই গ্লোকাবধি ২৯ গ্লোক পর্যন্ত বংশধরবিল চন্দ্রঃ । এই
শ্লোক প্রত্যেক পাঁদে ১২টি অক্ষর ; তন্মধ্যে ১, ৩, ৬, ৭, ৯, এবং ১১
৬টি আর ২, ৪, ৫, ৮, ১০ ও ১২ গুরু ।

গৃহাঙ্গন প্রায় সদা পরিষ্কৃত,
 প্রভূত রথ্যা অতি দীর্ঘ বিস্তৃত ;
 সুপণ্য-সম্পন্ন অগণ্য আপণে,
 ক্রমে জনারণ্য দিবার আগমে । ৫ ।
 সুনির্মিত প্রস্তর ইষ্টকে কিবা
 ধনাঢ্যরূপের বিচিত্র আলয় ।
 গৃহের চুড়ায় কপোত-কুজিতা
 বিটক-বীথী নয়নানুরঞ্জিকা । ৬ ।
 গবাক্ষ মার্গে তরুণাকণ প্রভা
 প্রবেশিয়া রম্য হিরণ্য জালকে,*
 অনঙ্গ-সেবায় নিশান্ত-শায়িনী-
 প্রমোদিনীদের সুষুপ্তি ভাঙ্গিছে । ৭ ।
 পুরাস্ত-ভাগে নব-পুষ্প-ভূষিতা
 বিরাজমানা কত পুষ্প-বাটিকা ;
 বিহঙ্গনাদে, মধুলেহি-নিষনে,
 কদম্ব-আম্রাদি-নিকুঞ্জ গুঞ্জিছে । ৮ ।
 কিবা মহাকাল-শিবের মন্দিরে
 অগন্ধি ধূপে উঠিছে ঘনাবলী !
 বিষণে-ঘণ্টা-পটহাদি-বাদনে,
 মুহুমুহঃ সঞ্চরিছে প্রাতিধ্বনি । ৯ ।

* কিম্বা—প্রবেশিয়া কাকন-জাল অন্তরে,
 অথবা, স্বর্ণ জালে চুকিয়া সখী মত ।

তথায় উৎফুল্ল-সরোজিনী-রজে
 সুগন্ধিনী-গন্ধবতী তটোপরি,
 বিরাজিছে সুন্দর কেলি-কানন.
 প্রভাত-বাতে যুগ্ম-ধূত পল্লবে । ১০ ।
 সুচাক সিপ্রার ললাট ভূষিয়া,
 শিলায় গাঁথা কত ঘাট শোভিছে ;
 যথায় কক্ষে করি বারি-গাগরী,
 হরে কটাক্ষে জন-চিত্ত নাগরী । ১১ ।
 নদীর নীরে প্রতিবিম্বিত-চ্ছবি
 প্রজাধিপাশ্বে পুর রম্য-দর্শন ;
 উপাশ্রুভাগে ঘনপত্র ভূষণে,
 অপূৰ্ণ কান্তি প্রমদাবনে ধরে । ১২ ।
 হিমালয় প্রায় সমুন্নতাকৃতি,
 ক্ষিণীশ-মৌধালয়-রাজি রাজিছে ;
 যথায় চিত্রীকৃত দূর-লক্ষিত
 প্রকাণ্ড ইন্দ্রায়ুধ-বর্ণ তোরণ । ১৩ ।
 তথায় ভীমাসিত-বর্ষ-ভূষিত,
 প্রচণ্ড আভাময় চক্র মস্তকে,
 সবিন্দুতাপ্তি প্রলয়োন্মুখাববৎ,
 রূপাণ-পানি প্রহরি-ব্রজে ভ্রমে । ১৪ ।

গন্ধবতী—মহাকালের মন্দিরের নিকটস্থ ক্ষুদ্র খালের নাম

মহীধরাকার শরীর পীবর,
 প্রমৃষ্ট ভিন্নাঙ্গন-সম্মিভ-দ্ব্যতি,
 অজস্র আক্ষালিত কর্ণ-মণ্ডল,
 প্রকাণ্ড দন্ত ক্ষম বপ্র-ভেদনে । ১৫ ।

ইতস্ততশ্চালিত শুণ্ড ভীষণ,
 প্রচণ্ড বজ্রোপম বৃংহিত ধনি,
 বিরাজিছে তোরণ-পার্শ্ব শোভিয়া
 প্রতিম্ব*-যুথ প্রতিবদ্ধ শৃঙ্খলে । ১৬ । যুগ্ম
 সমীপবর্তী পট-মণ্ডপে স্থিত,
 প্রমত্ততঃ রক্ষক-বর্গ-সেবিত,
 বনায়ু-দেশী কত শুক্ল ঘোটকে
 গভীর হেঘায় ধনে ক্ষুরে ক্ষিতি । ১৭

সুরম্য হর্ম্যাবলি হেম-শেখর;
 নবাতপে তুচ্ছ করে সুমেকরে ;
 অলঙ্ক-পীতাদিক-রাগ-রঞ্জিতা
 উড়ে পতাকা জিনি বারিদচ্ছটা । ১৮ ।
 বিশাল বিস্তীর্ণ সমাজ-মণ্ডপে,
 হরাজি-শোভা প্রকটে সিতোপলে ।
 খিলান-রাজী, কৃত নীল-পাথরে,
 ধরে নভোমণ্ডল-সম্মিভ-চ্ছবি । ১৯ ।

বিনির্মিত শ্বেত-পিপ্পল মর্ম্মরে
অগণ্য নোপান বিচিত্র দেখিতে ;
শিলাময় শ্যামল নীল চত্বরে,
অপূর্ক যন্তোপস্থিত বারি বর্নিছে । ২০ ।

সুনির্মূল স্ফাটিক-কাচ-গাঁথনি
প্রভাময় স্তম্ভগণে মনঃ করে ;
সুমার্জিত শ্বেত শিলার কুণ্ডিমে
ছটার নিন্দে শরদের পূর্ণিমা । ২১ ।

প্রবাল গোমেদক আসনোপারে
সভায় আসীন অনেক ভূপতি ;
সুদীপ্ত যাঁদের কিরীট-মণ্ডল
প্রভা-বলে রুদ্ধি করে দিবা-বিভা । ২২ ।

সমাজ মাঝে কলধৌত-নির্মিত
প্রধান মঞ্চে, বহুমূল্য আসনে,
নিষল আদিত্য-সমান-বিক্রম
প্রতাপবান্ উজ্জয়িনী-মহীপতি । ২৩ ।

উড়ু-ব্রজে বেষ্টিত চন্দ্রমা যথা,
নগেন্দ্র মধ্যে কনকাদ্রি মেক বা,
অমর্ত্য মাঝে অথবা শচীপতি,

ক্ষিতীশ্বরে তেমতি মালবাধিপ । ২৪ ।

কুশানুভেজঃ মুকুট জ্বলে শিরে,
 শ্রুতি-দ্বয়ে কুণ্ডল চন্দ্রমাকৃতি,
 সুবর্ণ পীঠে পদ-বুগ্ধ অর্পিত ;
 প্রভাত সূর্য্যের করে জবা যথা । ২৫ ।

হিরণ্য-দণ্ড-স্থিত, মস্তকোপরে
 সুনির্ম্মল শ্বেত বিতান রাজিছে ;
 যথায় মুক্তাফল-যুক্ত ঝানরে
 ধরে মহীপের যশঃ সম প্রভা । ২৬ ।

বিচিত্রবেশা কত বারমুন্দরী,
 বৃহন্নিতম্বা, মণি-দাম-মেখলা,
 করে লয়ে কাঞ্চন-দণ্ড চামর,
 প্রফুল্ল আস্যে ব্যাজনে স্নতৎপর। ২৭ ।

তথা রণৎ-কঙ্কন-শিঞ্জিত-ধ্বনি
 দ্বিরেক বন্দে করিছে তিরস্কিয়া ।
 বিলাসিনীদের বিশাল বীক্ষণে
 শিলীমুখে তাই রহে লুকাইয়া । ২৮ ।

কদাচ ভাটে, সমুদাত্ত সুশ্বরে,
 নব প্রবন্ধে নৃপ-বন্দনা করে ;
 কদাচ বন্দী কর ঘোড়ি সম্মুখে,
 ধরাধিপেন্দ্র-স্ততি গাইছে সুখে । ২৯ ।

ভাট-কৃত বন্দনা ।

* ‘রাজকুলেন্দ্র যশের ছটা তব কুন্দ করীন্দ্র নগেন্দ্র জিনে,
দেখি স্খাং শু সলজ্জ মনে বুঝি আপন আস্য লুকায় দিনে ।
কেহ কহে উড়ুপের স্মৃধু প্রতিবিম্ব বিরাজ করে গগনে,
আপনি সে দশ খণ্ড হযে শরণাগত সম্প্রতি ও চরণে । ৩০ ।

“সূর্য্য-সুধাকর-বংশ সম-প্রভ অগ্নি-কূলে তুমি জন্ম নিয়া,
অক্ষয় নাম নিলে প্রমরেশ্বর নাস্তিক বৌদ্ধ দলে দলিয়া ।
আদি যুগে ধরি মীন কলেবর উদ্ধরিল। হরি বেদ যথা,
এ কলিতে তুমি ভর্তৃহরে পরিরক্ষ রূপায় উহায় তথা । ৩১ ।

“চিহ্ন সূর্য্যাম, অসীম পরাক্রম, বিক্রম-রাজ-মহোদর ধনা,
দ্বন্দ্ব উপেন্দ্র সমান ছু-ভাই উদাহরণ স্থল নাহিক অন্য ।
দিক্কু-নদের তটে বসুধাধিপা শাসি সমস্ত বিজাতি ছুরন্তে
দুর্জয় দুর্গা; বিনির্ম্মি তথা করিলে নিজ কীর্ত্তি-বিকাশ
[দিগন্তে । ৩২ § ।

* এই ছন্দের নাম ‘মদিরা’ । ইহার আদ্য অক্ষর গুরু অব
শব্দাঘ ছোটকের মত । ছোটকের দুই চরণে ইহার এক চরণ কেবল
আদ্য দুইটি ব্রহ্ম অক্ষর ইহাতে নাই ।

† “প্রমরেরই সমস্ত পৃথিবী” ইহা প্রসিদ্ধ ।

[See TODD'S *Rajasthan*, pp. 776]

‡ দিক্কু-নদের তটে সেহবান নামক গ্রামে রাজা ভর্তৃহরির ভ্রম-
গড়ের চিহ্ন অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায় ।

§ ৩২ সংখ্যক স্লোকাবধি ৩৯ সংখ্যক স্লোক পর্য্যন্ত হিন্দি ভাষার
“কবিশুন্দ” । ইহা পুর্ব্বোক্ত মদিরা ছন্দের মত কেবল শেষে একটা
ওক অক্ষর অধিক ।

“বিক্রম-সূর্য্য-করে নরনাথ বিকাশি স্নকীৰ্ত্তি-সিতাঘুজিনীরে
স্থান দিয়া তুমি তারি দলে, করিলে অচলা কমলা জননীরে ।
রঙ্গতরে সতিনী খুজিতে উপনীত হয়ে তব সন্নিধি বাণী.
বদ্ধ হয়ে তব কোটি গুণে রহিল রসনাথ স্নখাসন মানি । ৩৩।

“প্রাণ-সমা বনিতা-বিরহে জগতে রহিতে স্থির কেহ কি পারে?
ক্লম্মমনে পুরুষোত্তম আপনি দারু হয়ে রন সাগর ধাবে ।
শুভ স্ননির্ম্মল কীর্ত্তি পুনঃ তব দেখিমনে হইয়া অভিমানী,
ক্ষার মলীমসহৈল পয়োনিধি, তা হইতে লবণাস্থি জানি । ৩৪।

“ভূপা, কিবা তব রূপ মনোহর ! দেখি ভুলে যত রাজকুমারী ;
আসা সহাসা স্নদৃশা বিলোকি বিকস্মর পঙ্কজ মানিল তারি .
‘অঙ্গ-বিভা অবলোকি অনঙ্গ বিষম মনে বপুৰে পরিহারে :
হেরি স্ন-বর্ণ স্নবর্ণ তথা পড়িয়া দহনে নিজ লাজ নিবারে । ৩৫।

“কুল বিশাল সমুদ্ভূত লোচন, পাটল পঙ্করুহচ্ছবি নিন্দে ,
বজ্র-সমান বিপক্ষ-দলে, ফুলবাণ হয়ে রমণী-মন বিজ্ঞে ।
চন্দন-অৰ্দ্ধস্নধাকর স্নন্দর উন্নত আয়ত চারু ললাটে ।
হেরি মহোজ্জলদীপ্তি সদা অরি-রাজগণের ভনে বুক ফাটে । ৩৬।

“মাণিক তুলা তবাধর পল্লব ; গারুড় চঞ্চু বিনিন্দিত নাসা ;
শ্মশ্রু বিলোকি মনে হয় যেন মুখাস্থরুহে জনরাবলি বাসা ;
কঙ্ক অনল্ল, কঠোর, স্নদৃশা, মহাবলবোধক দর্শন মাত্রে ;
শত্ৰু মনে গিরিরাজ-স্নতা সম পীত দুকুল বিরাজিত গাত্রে । ৩৭।

‘কুঙ্কুম মর্দিত, চন্দন চর্চিত, শোভন, পীন, সুবিস্তৃত বক্ষঃ ;
স্নাত-ভিন্ন বলী বল কে করিতে উপযুক্ত উহা প্রতি লক্ষ্য ?
‘ল সমান বিশাল মহাভুজ ; যার ভয়ে রিপু-মণ্ডল কাঁপে ,
কুল-মানস মর্দ্যজনে শুনি ভীষণ টঙ্কন-নিশ্বন চাপে । ৩৮।

‘যদ্যপি শেষ সহস্রমুখে তব কীর্তি রটে দ্রুত ভাষি অজ্ঞপ্তে,
শেষ করা তব ভূপতি-শেখর, সাধা নহে কভু বর্ষ সহস্রে ।
ঈদৃশ কীর্ত্তি-সম্বন্ধ-কীর্ত্তন মাদৃশ হীন-জনের কি খাটে ?’
‘অস কহে, ‘নরপাল, রূপাল, নিজেই গুণে ক্ষম অক্ষম তাটে ।’ ৩৯

বন্দিকৃত বন্দনা ।

‘‘তিমির বিনাশন, অম্বর-ভূষণ, যেমন দীপ্তি-মালী,
হৃদন-তমোহর, সকল-গুণাকর, তুমি নৃপ বিক্রমশালী ।
দিনমণি-রঞ্জন-কারণ ধারণ পদ্মিনীর যত দীপ্তি,
গ্রহপতি-ভাণ্ডা ধরাধিপ ধর তুমি পদ্মিনীর পরিতৃপ্তি । ৪০ ।

‘‘হুর্জন মর্দন, সজ্জন বর্দ্ধন তব বল ভুতল জানে ;
মুখর ‘শিলীমুখ’ ধায় সদা তব অরিমুখ-পঙ্কজ পানে ।
অচির-বিভা সম, চপল বধ-ক্ষম, অসি তব যত্র বিভাসে,
রিপু-ললনাগণ তত্র অহুক্ষণ নয়ন-জলে সুধু তাসে । ৪১ ।

* এই ছন্দের নাম মাহারত ত্রিপদী । গীত গোবিন্দে ইহা প্রচুর
রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহাতে দুইটি লঘু অক্ষর একটি গুরু অক্ষ-
রের তুল্য ।

“ কীর্ত্তি সমন্বিত বিপুল তার তব বুঝিতে অতি অতীলাষী,
সূর্য্য সুধাকর উড়ুগণ সহ মিলি তুলায় চাপিল আসি ;
কিন্তু তুলে বসি সত্বর গগনে উঠিল সবে লক্ষ্মীমাতে,
তুমি সুধু, ভূমিপ, ভূমিতলে রহিলে নিজ গুরু মহিমাতে । ৪২

“ প্রতাপ-রবি তব শশিশেখর-গিরি তাপিল যদি প্রকাশি,
জিনি তিনপথগা* কীর্ত্তি-নিম্নগা যদ্যপি ডুবাল কাশী,
বাকুল অন্তর বনিতা সহ হর আগত তব আগারে :
তুমি হৃদি-ভবনে নিলে ত্রিনয়নে, অন্নদায় ভাণ্ডারে । ৪৩ ।

“ ভূজযুগ শাস্ত্রে, রসনা শাস্ত্রে, কর তব দানে সাজে ;
জ্যোতিঃ বদনে, অপ্সর সদনে, বিছাৎ নয়নে রাজে ।
ক্রতিযুগ-রঞ্জন, কোকিল-গঞ্জন, অমিয়া জিনি তব ভাষা
ক্রীমুখ-নির্গত নীতি-বাক্য যত শুনিতে সবারি আশা । ৪৪ ।

“ ঘোলা-কলা-ধর বিধু জিনি সুন্দর তুমি চৌহটি কলাতে ;
দাশরথী মত, দৃঢ় সত্যব্রত, নারে কেহ টলাতে ;
বলি সম দানে, সুরপতি মানে, দীপ্তানল তুমি বীর্য্যো,
শিখরী শৈব্যো, ধরণী ধৈর্য্যো, রত্নাকর গাম্ভীর্য্যো ।” ৪৫ ।

† এ হেন কালে প্রতিহার-রক্ষী,
রুক্ষ-ছাতি, স্থূল-বলিষ্ঠ-দেহা,
শুক্রাধরা, সংযত-কেশ-পাশা,
উপাগতা দিক্করিণীর তুল্যা । ৪৬ ।

* ত্রিপথগা--গঙ্গা । † এই শ্লোক অবধি ৭৫ সংখ্যক শ্লোক পর্য-
উপজাতিছন্দঃ ইহা বলা বাহুল্য ।

সীমন্তিনীবৎ নয় তার রীতি ;—
কোঙ্কেষকে শোভিত বামপাশ্ব,
হস্তে বিরাজে ঋজু বেত্রবল্লী,
জবার আভা মদ-ঘূর্ণিতাক্ষি । ৪৭ ।

কুর্পাসকে বদ্ধ বিশাল বক্ষঃ
নিন্দে সমালোচ্য করিরাজ-কুন্তে ;
ধরাধর প্রায় বৃহন্নিতম্ব
পদে পদে শিজ্জিত মেখলাতে । ৪৮ ।

আস্থান মধো, অধিপের অগ্রে
আসি প্রচণ্ডা, বসি জানু পাতি,
মাথা বুয়ায়ে, করি যোড় হস্ত,
নিবেদিল স্পষ্ট গভীর ভাষে । ৪৯ ।

“ দেব প্রজানাথ রবিপ্রতাপ !
বারাঙ্গনা এক অনুজ্জল-শ্রী
দ্বারে স্থিতা ক্ষুদ্র করও হস্তে,—
নিতান্ত বাঞ্ছা তব দর্শনার্থে ।” ৫০ ।

কোঁতুহলাক্রান্ত হয়ে নরেন্দ্র,
নৃপালবৃন্দের মুখাবলোকি
কহেন গভীর রবে, “ কি দোষ ?
সভার তারে বল আসিবারে ।” ৫১ ।

অতঃপরে সে গনিকা প্রগল্ভা,
 প্রবেশিয়া রাজ সভাসনেতে,
 বিলোকি আশ্চর্য্য সমাজ-শোভা,
 লোমাক্ষিতা হৈল অপূৰ্ণ ভাবে । ৫২ ।

সকৌতুকে সৰ্ব্ব নৃপাল-বর্গে
 সোপান-মধ্যে নিরঞ্জন তারে,—
 তাকণ্য-শোভা-বিগতা, কুরুপা,
 শুকাননা, পাণ্ডুর-কণ্ঠ-বর্ণা । ৫৩ ।

লুকাইতে পাণ্ডুরতা কপোলে,
 মুকৌশলে কুকুম তার মাখা ;
 অলক্তকে রঞ্জিত রক্ত রাগে
 ওষ্ঠাধরে হাস্য সদা বিরাজে । ৫৪ ।

নহে বটে পীবর কেশগর্ভ,
 তথাপি শোভে কুমুমের মালা ;
 নহে বটে উজ্জ্বল নেত্র-বুগ্ম,
 তথাপি সাকাক্ষ-কটাক্ষশালী । ৫৫ ।

জ্ঞ অম্পরেখা, তবু ভঙ্গি-মুক্তা ;
 অনুচ্চ নাসা, তিলকে মুচিভা ;
 সমুচ্চ বিস্তীর্ণ ললাট-পটে,
 চিত্রীকৃত খেত তমাল-পত্রে । ৫৬ ।

কুমুদ-রাগাঙ্কণ সূক্ষ্ম বস্ত্রে
শরীর আচ্ছাদিত অম্প মাত্র ;
স্তনদ্বয়ে, ককুলিকা উপাশ্তে,
বিলম্বিছে কৃত্রিম রত্নমালা । ৫৭ ।

কটীভটে স্পর্ক বিলোকনীয়া
দোহল্যামানা রজতের কাকী ;
লাক্ষা-রসে রঞ্জিত হস্ত-যুগ্মে
যত্নে ধরে সম্পূট বস্ত্র-ঢাকা । ৫৮ ।

নামাইয়া যে পুট কুটিমেতে,
বিনীত ভাবে প্রণমি প্রজেশে,
উঠে পুনঃ, ঘোড় করে সুভাবে,
অধোমুখে বারবধু নিবেদে । ৫৯ ।

“পৃথ্বীপতে ! দীন-দরিদ্র-বন্ধো !
বিচিত্র-তেজাঃ । ককণা-সমুদ্র !
দানীর বাহু কর আজি পূর্ণ,
নহ প্রভো, দীন জনের পূজা । ৬০ ।

“সংসার ঘোরে পড়ি জীবিকার্থে,
অধর্ম্য মার্গে ভ্রমিতেছি সত্য ;
তথাপি আমি প্রভু-রক্ষণীয়া ;
দিবার আলোক সবারি জন্যে । ৬১ ।

“তব প্রসাদে পুলকে প্রজারা
 নিঃশব্দ-চিন্তে দিন যাপিতেছে ;
 সমস্ত লোকে তব সৌম্য-দৃষ্টি ;
 সমান দাক্ষিণ্য, ধনী দরিদ্রে । ৬২ ।

“হেন প্রজারঞ্জন ভূপ হেতু
 দিতে নিজ প্রাণ অনিচ্ছু কেবা ?
 লক্ষ প্রজা-জীবন-নাশ অগ্নি,
 রাজার আয়ুঃ যদি তার বাড়ে । ৬৩ ।

“ভেট স্বরূপে তব সম্মিধানে
 এনেছি যে দ্রব্য করণিকাতে,
 এ মর্ত্য-লোকে তব যোগ্য বস্তু
 নাহি, প্রজানাথ, ইহার তুল্য । ৬৪ ।

“বা সেবনে নিৰ্জ্জর দেবতারা,
 অপ্রাপ্তিতে যার মরে মনুষ্য,
 সুরাজনা-যৌবন যৎপ্রসাদে,
 এ সেই বস্তু, ক্রিতিপাল-রত্ন । ৬৫ ।

“এ দ্রব্যটি কল্য নিশাস্তভাগে
 দিলেক আমার জনৈক বন্ধু ;
 অগোচরে তার উঠি প্রভাতে
 ইহা লয়ে আইনু আমি হেথা । ৬৬ ।

“বেশ্যার পক্ষে, অমরত্ব লাভে
বিড়ম্বনা কেবল এই লোকে ;
সাঁহার বাঁচায় সুখী ধরিত্রী,
সমর্পি এ শ্রীফল তাঁর পায়ে ।” ৬৭ ।

এরূপ বাক্যে গণিকা সুশীলা,
করি স্তুতি ক্ষাত্র-কুল-প্রদীপে,
সমীপবর্তী নৃপ-কিঙ্করে
সাহস্রাদ-চিত্তে দিল সেই ঝাঁপী । ৬৮ ।

নিভাস্ত কেতুভল-পূর্ণ রাজা
দিলেন আজ্ঞা খুলিতে করও ;
জনৈক কোষাধিপতি যহন্তে
তাঁহার অগ্রে খুলিলেক ডালা । ৬৯ ।

অহো ! কি আশ্চর্য্য ! উহার মাঝে
শোভা করে সেই ফল প্রকৃষ্ট,
গত প্রদোষে মহিষীর হস্তে
দিয়া ছিলা যা নৃপ-চক্রবর্তী । ৭০ ।

প্রশাস্ত নির্ঝাত পয়োনি-নীরে,
সযাত্রিবর্গে যুগ্ম-গামি-নৌকা,
আচম্বিতে ঠেকি জলস্থ শৈলে,
ডুবে যথা ভীষণ ঘোর নাদে । ৭১ ।

তথা অকস্মাৎ ক্ষিতিপের গাত্র
 হলো! ক্ষণেকে অবসন্ন-কম্প ;
 যেন প্রচণ্ডাশনি ভীম বেগে
 অমোঘ আঘাতিল তাঁর বক্ষে । ৭২ যুগ্ম ।

অচেতনপ্রায় হয়ে নরেন্দ্র
 সিংহাসনেতে পড়িলা অধীরে ;
 গওদ্বয়ে ছাইল পাণ্ডুবর্ণ ;
 ললাট আপ্লাবিল ঘর্ম্ম-নীরে । ৭৩ ।

চিন্তাকুল ব্যস্ত সভাস্থ সর্কে
 সোৎকণ্ঠ চিত্তে তুলিয়া নরেশে,
 সিক্কে মুখে কেহ সুগন্ধি বারি,
 কেহ প্রযত্নে ব্যজনে নিযুক্ত । ৭৪ ।

মূর্ছাবসানে পৃথিবী-পতীভ্র
 সমাজ-ভঙ্গার্থ দিলেন আজ্ঞা ;
 তৎকাল তাঁহার মুখাজ্ঞ হৈতে
 বিনির্গতা হৈল অপূর্ব বাণী । ৭৫ ।—

*“যাং চিস্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা
 সা চান্যমিচ্ছতি জনং সজনোহন্যরক্তঃ
 হাম্যং কুতেহপি পরিতুষ্যাতি কাচিদন্যঃ
 ধিকৃতাকং তকং মদনকং ইমাকং মাকং ।” ৭৬ + ।

ইতি ভট্টহরি কব্যে বৈরাগ্যোদয়ো নাম
 দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।

* ভট্টহরি শতকং

অসার্থ ।—যে কান্তার মদা বিচিহ্নি হৃদয়ে আমরে সে না রত ;
 যে দ্রষ্টে প্রীতি তার চকল মনঃ, সে চার ভিন্নাজনা ;
 কাচিৎ অন্য নিতম্বিনী স্মর বশে আমার বাড়ে পুনঃ ,
 ধিক্ কান্তায়, তথা বিটে, মনসিজৈঃ আমার, এষোচিতে ।

তৃতীয় সর্গ।



*আহা কিবা নিরখি এই নগেন্দ্র-শোভা !

সর্বত্র তূতন মনোহর দৃশ্য দেখি ;

নিম্নোন্নত, প্রচুর-নিখার-বারি-পূর্ণ,

গ্রাবা-গুহা-গহন-সঙ্কুল শৈল-ভূমি† । ১ ।

দূরে কিবা নয়ন-সমা দিগন্ত-লিপ্ত

কানন্ধিনী সদৃশ ভূধর-রাজি রাজে ।

কাছে পুনঃ, বিটপ-গুল্ম-লতা-প্রতানে,

পালাশ বর্ণ কটকে‡ গিরি-বৃন্দ শোভে । ২

এ সেই বিক্লা-গিরি যে অতিরেক দর্পে

চূড়ায় রোধ করিয়াছিল তানু-বস্মা;

পাশ্চাৎ প্রতিশ্রুত হয়ে §গুরু-সন্নিধানে

অদ্যাপি হেঁট হইয়া বয় তাঁর আজ্ঞা । ৩ ।

উচ্চৈঃ তথাপি কত কুট॥ বিরাজিতেছে,

ত্রিভাঙ্গনাত নব-নীরদ-নীল-মৌলি ;

বিহ্বলতা চটুল উজ্জ্বল অউহাসে

নিন্দে বথায় নিকষে¶ কণকের রেখা । ৪ ।

* এই ছন্দের নাম বসন্ততিলক । ইহার ১, ২, ৪, ৮, ১১, ১৩ ও

শেষ অক্ষর গুরু ; অন্যান্য অক্ষর লঘু ।

† কিসা, কান্ডার-কাননসমাকুল ভূমি-ভাগ । ‡ কটক—পর্বতের মধ্যস্থ

§ অগস্ত্য মুনি । ॥ কুট—গিরি-শৃঙ্গ । ¶ নিকষ—কষ্টিপাত্র ।

কুত্রাপি শৈল-শিখরে জলধর-মেঘে
ইন্দ্রায়ুধে প্রচুর কপ্তি ধরে অশুর-
গোপের বেশ ধরিয়া ব্রহ্মনাথ রক্ষ
শোভেন যাদৃশ বিচিত্র ময়ূর-পুচ্ছে । ৫ ।

কুত্রাপি অত্রচয় পাকত-সানুভাগে
মন্দ ভমে বিপুল কুজঝটিকার বেশে ;
কিকিৎ পারে জলদ-জাল হলে বিযুক্ত,
শোভে পুনঃ রবি-করে গিরি-শৃঙ্গ-পংক্তি । ৬

এই প্রকার মহতে, পড়ি কট-জালে,
থাকে বিষম-বদনে ক্ষণকাল জন্যে ;
কিন্তু স্বভাব বশতঃ অচিরে অবাদে
আবার উন্নত শিরে জন-চিত্ত মোহে । ৭ ।

কুত্রাপি গাত্তর বারিধরের ছায়া
রঞ্জে মহীধরগণে ঘন নীল-বর্নে ।
অন্যত্র আবরণ-হীন সগুলু শৈলে
নিন্দে দিগম্বর-জটাধর-শঙ্খ-শোভা । ৮ ।

ধারাধরে নিরখিয়া, যুছ মিষ্ট তানে,
উর্দ্ধে মহোৎসব করে যত চাতকেতে ;
উর্ষি স্বরূপ গগনে উড়িছে বলাকা,
দোলে যথা কুমুম-মাল্য মুরারি-বক্ষে । ৯ ।

উল্লাস-পূর্ণ হৃদয়ে জলদের মস্ত্রে,
বিস্তারিয়া কচির চন্দ্রক-যুক্ত বই,
কেকা রবে অখিল-চিত্ত বিমোহি, বহী
নাচে প্রমত্ত হৃদয়ে গিরি-পৃষ্ঠ-ভাগে । ১০ ।

গম্ভীর, ভীম, গতিশীল-পায়োদ-নাদে,
প্রাপ্ত প্রতিধ্বনি ঘন প্রতি পর্ষতেতে ;
সে ঘোর শব্দ শুনিয়া, উঠিয়া মৃগেন্দ্র
অন্যান্য সিংহ-বব ভাবি সরোষ গর্জে । ১১ ।

কুত্রাপি সর্জ্জ*, ককুভদ্রম,† পীতসর্জ্জ,
দেবারি-সৈন্য সম অস্বর ভেদিতেছে ।
ক্রোড়ে তদীয়, দিবসেশ-করে বিপন্ন
ত্রাসে লুকাই শরণার্থি-তমিস্র-পুঞ্জ । ১২ ।

কুত্রাপি কন্দল-দলে বন-ভূমি শোভে ;
কুত্রাপি বা বিপিন বাসিত কেতকীতে ;
প্রস্থে‡ কচিৎ§ কুটজ-পুষ্প¶ ফুটে যথেষ্ট,
অন্যত্র উপাত অগণ্য শিলীক্ল-ছত্র । ১৩ ।

* সর্জ্জ—শালগাছ । † অর্জ্জুনগাছ । ‡ প্রস্থ—পর্ষতেঃ
পরিসর । § কচিৎ—কুত্রাপি, কোনখানে । ¶ গিরিমল্লিকা ।

কুত্রাপি শঙ্খনয় ঢাক উপত্যকাত্তে,
হর্নে চরে কপিশ-বর্ণ কুরঙ্গ-সঙ্ঘ।
কুত্রাপি নির্মল জলাশয়-তীর-দেশে,
ক্রীড়া করে কলরবে কলহংস-পংক্তি। ১৪।

এক স্থলে অচল গৈরিক-রাগ-রক্ত,
অন্য স্থলে বিপুল রক্ত-শিলায় পূর্ণ;
যেথা অনুচ্চ তরু-গুল্ম-বিকীর্ণ ভূমি,
অন্যত্র ঘোর ঘন-নীল অরণ্য-রাজী। ১৫।

ঐ কি প্রসিদ্ধ চরণাচল* বিক্লা-গাদে,
যেথা গুহায় কিছু কাল ছিলেন দুর্গা†
আহা! কিবা যুগল উন্নত গও-শৈল
বিস্তারিত্তে বিপুল দিগ্গজ-কুম্ভ-শোভা! ১৬।

গঙ্গা প্রবাহ অনিবার্য তরঙ্গ-রঙ্গে,
শৈলের বপ্র-দ্বন্দে প্রতিঘাত পেয়ে,
আবর্ত্তশালি-সলিলে, পরিপূর্ণ ফেনে,
রোষে বহে বিষম কর্কশ ঘোর ঘোষে। ১৭।

* চরণাচল বা চরণাদ্বি—যাহাকে এখন ‘চুনার’ বা ‘চণ্ডালগড়’
বলে। ইহার নিকটে পূর্বে প্রকাণ্ড বন ছিল, এক্ষণে সে প্রকার নাই।
চুনারের কোয়ার ভিতর রাজা ভূত্ববির গুহা অন্যাপি বিদ্যমান আছে।

† এই গুহার নাম “দুর্গা-কোঠ”। ‡ দ্বন্দ—প্রস্তর।

* স্থিতি-শ্যাম-নবীন-শাদলময়ী ভূমি কচিৎ শোভিছে ;
রক্ত স্নিগ্ধ-তুঙ্গ-শৃঙ্গ অপর স্থানে নভঃ ভেদিছে ,
পীযুষের সমান তান উঠিছে পার্থীর গানে বনে,
শৈলান্তে সলিল-প্রপাত পড়িছে বাকার-কোল হলে । ১৮

গাঢ়োৎকল্ল হরিৎপলাশ ধরিয়া শোভে পলাশাটী
মধো শীধু নধুজনে ঘন দলে বিস্তারিছে মাধুরী .
শুষ্কারণ্য সমস্ত, দক্ষ হইয়া নৈদাঘ দাবানলে,
একালে তরুণ-স্করে নব ভূণে আশ্চর্য্য শোভা পরে । ১৯ ।

জম্বু-রক্ত সুগন্ধ কোমল ফলে শ্যাম-গমনি কচিৎ .
গন্ধো গুণ্ড অচার পুষ্প-নিচয়ে শোভে কদম্ব-রজ ;
বামে বাম দিশাল মাল বিশিনে. সংসিক্ত পুষ্পাসবে.
আমোদে সুখ-শীত দক্ষিণ মরুৎ খীরে সনা সঞ্চবে । ২০ ।

দোলে নাকত-সঙ্গমে গিরি-ভটে বংশের কাড়ী কচিৎ
বংশী তুলা তথায় কীচক-রবে কর্ণে সুধ ঢালিছে ।
নান। পক্ষি-কুলার-পূর্ণ নিচলে শোভে বনান্তে সদিৎ.
নীরে যার স্নকোশলে অবিরত প্রোক্ষী ধরে সারসে । ২১ ।

গাম্ভারী-তরু-কোটরে বসি স্নখে ডাকে কচিৎ ডাককে ;
ফিঙ্গা উর্দ্ধ-অধো-মুখে প্রতিদিকে ক্রীড়াচ্ছলে ধাইছে ;
গন্ধাত্তর তরে বনের ভিতরে প্রত্যেক আনু-ক্রমে,
নানা-বর্ণ বলীমুখো দল-বলে শাখায় আছে বসি । ২২ ।

* এই ছন্দের নাম শাড়ী-ল-বিজয়িত । ইহাতে ছাদশ অক্ষরঃ
পর যতি ইহার ১,২,৩,৬,৮,১২,১৩,১৪,১৬,১৭ ও ১৯ বর্ণ গুরু অপর
সকল বর্ণ লঘু । † বলীমুখ—বানর ।

কুত্রাপি প্রচুর প্রসাদ তিমিরে বাগ্মী অস্বাস্থ্যলী :
সে স্থানে ঘন ঘোর পেচক-রবে কাকে রহে নীরবে ।
মনোহর প্রতিমাদ-কুঞ্জ নিকরে শুভ্র মল্লব প্রসি,
স্বাসে যৎ প্রবণে পুষ্প-বিটপি-ফোড়ে অবশেষে ফণী ! ২৩।

কুত্রাপি স্থিতিত প্রসান্ত নিরদে মগ্না গাভীরাটবী ;
স্বাসে মূহু মর্দরে তরু-লতা-পাতা তথা না নড়ে ।
ককোশনি তুলা ভীষণ মহান্ অন্যান্য বন্য-স্থলে,
মহা, বাহু, গজের ভৈরব রবে কম্পাৎমানা দরী ! ২৪।

ল শ্যামল-কায় ভল্লুক-বৃক, কৈশলের গর্ভে কুচিৎ,
স্টে তনু পশু, প্রেক্ষাপিত মনে শুৎকানিয়া গজিছে ।
পর্পী নৈথ হট্টাৎ, শশাংক মর্দনে, বাতান-বেগে কুচিৎ,
স্কল লংঘি অগণ্য গুল্ম লতিকা তিন্নাটবী অপ্রাণেৎ । ২৫।

কপি দ্বিরদেয় যুথ বিপিনে জীমূত-তুলা-জাতি,
তৎসংসার-স্তুত শীত মিনার পদঃ পান্যং উৎকণ্ঠিত ;
ফালি অবণ, প্রচালিত করে উৎপাটি শাখা-লতা,
দা-প্রোত সমান ভীম গমনে কোলাহলে আসিছে । ২৬।

জী, হস্তি-সমান পীবর-বপুঃ, কুত্রাপি ইচ্ছাক্রমে
স্বাকী ভ্রমিছে গভীর গহনে কাঁটা-লতা চর্কিবা ;
দ্রুতের কঠোর নাদ শুনিয়া কুত্রাপি বা শল্লকী
স্তারে পশিয়া রহে স্থির হয়ে বিস্তারি কাঁটা-ঘটা । ২৭।

* অশ্রয় করে । + প্রাণ্ডার—পক্ষীর অগ্রভাগ ।

জীড়োমভ লুলাপ* শুষ্ক তিনিশে! ঘরে বিবাণ কচিৎ :
 দম্ভে ধায় বরাহ কাশ-গহনে বালেমু-দহ-ছাতি ;
 নিশ্বাসে অনল প্রদীপ্ত করিয়া, গস্ত্রীর ঘোবে কচিৎ
 সাল-স্কন্দ সম প্রকাণ্ড ভূজগ শ্বেচ্ছায় নিদ্রাগত । ২৮ ।
 এ ছল্লাজ্ঞা কঠোর শৈল সদনে, কাস্তার-পূর্ণ স্থলে,
 নানা-শ্বপদ-জন্তু-গর্জন যথ, হংকম্প উৎপাদিতে,
 কে এ পাশু, নিতান্ত কাতর মনে, চিস্তা-বিশুদ্ধাননে,
 বাহ-জ্ঞান-বিহীন, মন্দ গননে একা ভ্রমে কাননে । ২৯ ।

‡ কে এ কলঙ্কধর-চন্দ্র-সমান-কাস্তি,
 জ্ঞানানন, প্রণত-দক্ষি, বিশীর্ণ-দেহ †
 জ্যোতির্বিহীন নয়নে ঘন অশ্রু বর্ষে,
 কোন্‌ময় বাস কটিতে, উপবীত বক্ষে ? ৩০ ।
 যোগী হ'লে ধরিত ঘোর জটা-কসাপ,
 কদ্রাক্ষ-মালা কত থাকিত কণ্ঠদেশে ;
 ধলায় ধূসর বপুঃ, নয় ভস্ম-নাথা ;
 শোকে বিশুদ্ধ, তবু কাঞ্চন-নিম্বি বর্ণ । ৩১ ।
 § বৈখানসী কখন ঐদৃশ দীন ভাবে
 একা বনে ভ্রমিত না ভয়-পূর্ণ ভাগে ;
 দিগ্‌ভ্রান্ত পাশু হইলে, গহন-প্রদেশে
 উন্মত্ত তুল্য অপথে ভ্রমিবে কি জন্যে ? ৩২ ।

* লুলাপ - মহিষ । † ব্রহ্ম বিশেষ । ‡ এই প্রকারে
 পুনরায় “ বগত তিলক ” ছন্দ । § বৈখানসী-বাণপ্রস্থাত্রী । ১০

সামান্য হীন জন এই নহে কদাচিত্,
আকার দেখি অতি গীর গভীর সৌম্য ;
চিন্তা-তমোমলিন শোভন ভাল-পাট ;
গও-দ্বয়ে শিশির-পীড়িত-পল-শোভা । ৩৩ ।

রাজেন্দ্র ভূঁইয়র তুলা ইহার আশ্র !
সেই প্রকার গতি, আকৃতি, ভাব, ভঙ্গী !
সাক্ষাৎ নরেন্দ্র যদি কীদৃশ দৈব-পাকে
সিংহাসন ত্যজি বিবিক্ত অরণ্য-চারী ? ৩৪ ।

দিগ্ভ্রাণ্ডল প্রাথিত উজ্জয়িনীশ-বার্তা
লোকালয়ে ভূমি কি হে শুন নাই কখনে ?
দৃষ্টে প্রিয়-প্রণয়িনীর অসচ্চরিত্র,
রাজাসন ত্যজি বনে ভ্রমিছেন রাজা । ৩৫ ।

হৃদয়ের লক্ষণ ইহার মুখে প্রকাশে ;
নিঃশাস দীর্ঘ অনিবার বহে অধীরে ;
আহা ! কিবা স্বগত সম্ভূত খেদ-পূর্ণ
বৈরাগ্য-বাক্য বলিছেন নৃপাল-যোগী । ৩৬ ।

“ এষোর বিদ্ধা-বিপিনে বন-জন্তু মধ্য,
লোকালয় ত্যজি পরিভ্রমিতেছি আমি ;
মায়া'র জাল হইতে হইয়া বিমুক্ত,
চিত্তের তাপ-শমনে শুধু মাত্র বাঞ্ছা । ৩৭ ।

“সংসার কেবল অশেষ অনর্থ-হেতু,
নিশ্চিন্ত শান্ত হৃদয়ের নহে সপাক্ষ ;
মোহান্ন মানবগণে, নিজ বুদ্ধি-দোষে,
কামাদি শৃঙ্খল পরে সুখ-বাগনাতে । ৩৮ ।

“না জানিয়া খণ্ড পড়ে বদিকের ফাঁদে,
অজ্ঞান মৎস্য বাড়িশে হয় বিক্র লোভে,
আশ্চর্য্য কিন্তু, ফল-দর্শি-মনুষ্য-বর্গে
জানে মনে, তবু ঢুকে বিবয়ের জালে । ৩৯

“তাণ্ডে ভরা ভব-ময়, ভ্রম বালি-পূর্ণ,
লোকে ভুলায় সুধু মোহ-মরীচিকাতে,
আত্মীয়, বন্ধু, পরিবার, মহাপিপাত্য,
স্থায়ী নহে কিছু ভবে, সব দুঃখদারী । ৪০ ।

“ছায়া সমান অপদার্থ যশঃ প্রশংসা,
স্বর্গের কাঙ্ক্ষা সুদু বালক-চিত্ত মোহে,
সন্ধ্যার রাগ সম যৌবন-ভোগ-শোভা,
ঐশ্বর্য্য, মান, বল, কেবল অমু-বিষ । ৪১ ।

“মায়া-নটীর অপরূপ কলায় মুগ্ধ
থাকে সবে অনবধান মজি প্রমোদে ;
দুর্দান্ত কাল-রজনীচর আসি সদ্য
আসে করাল কবলে সকলে অকালে । ৪২ ।

ভুঙ্করি দাবা ।

“ কাস্তা-কটাক-বিশিখে নয় যেই খিন্ন,*
কোপের ঘোর দহনে নয় যেই দক্ষ,
আরুঈ-চিত্ত নয় যে জন লোভ-পাশে,
এ বিশ্ব-মণ্ডল পরাজিত তার কাছে । ৪৩ ।

“ চাতুর্য্য-শাঠা ছলনা-ব্যভিচার-পূর্ণ
সংসার ঘোর নরক তাজিয়া ঘণাতে,
স্বাধীন যুষ্টির মনে, নিভূতে, অবাধে,
আরাধিব প্রতিদিন প্রভু বিশ্বনাথে । ৪৪ ।

“ এই প্রশস্ত ঘন-শূন্য উপত্যক'তে
প্রত্যেক কন্দর হবে মম বাস-গেহ ;
উদ্ভিজ্জ-ভোজ্য বিপিনে মিলিবে বগেছে,
পানার্থ নিম্নল জল প্রতি নির্ভরেতে । ৪৫ ।

“ চিন্তা-সমূহ পরিবেষ্টিত রাজ-তপো
নাহি প্রয়োজন, যদি ক্রিতি-পৃষ্ঠ শয্যা ;
কাস্তার আশ্র-বিষ-পান করা অপেক্ষা,
কাস্তার-সেবন সহঅ গুণে গরিস্ত । ৪৬ ।

* কাস্তা কটাক বিশিখ, ন থমসি বস।

চিত্তং ন নির্দহতি কোপ ক্ৰশাহ তাপঃ ।

কর্যাস্ত ভুগ্নি বিষহাশ্চ ন লোভ পাশাঃ

• লোক ভ্রমং জয়তি কুংস্ব দ্বিদং স বীরঃ ॥

ইতি নীতিশতকং ।

“এ নিজ্জনে বিষময়ী রমণীর বাণী
না আসিবে কখন এই বিরক্ত কর্ণে ;
শাস্ত-স্থির-প্রকৃতি-মৌন-মুখাবলোকি,
তাপোপশান্তি হৃদয়ে হইবে অবশ্য । ৪৭ ।

“নারীর তুল্য পরিহার্য্য কি বস্তু আছে ?
দৃশ্যে সুরম্য ফল কিম্বু রসে বিষাক্ত ;
প্রোমটবীর ললিতাকৃতি কাল-সর্প ;
সংসার সাগর পথের* প্রবাল ঠৈশল । ৪৮ ।

“নির্কোথ অজ্ঞ পুরুষে ছলিবার জন্যে,
নারীর রূপ ধরিয়া ‘শঠতা’ বিরাজে ;
মৌদামিনী সম ধরে অপরূপ কাশ্মি,
তাহারি তুল্য নর-জীবন-নাশিনী নে । ৪৯ ।

“ধূমান্বিতা প্রবল-দীপ-শিখা স্নকেণ।
নারী, পাতঙ্গ-সম মানব-চিত্ত মোহে ;
সে দীপ্ত রূপ-দহনে পড়িয়া অবোধে
ভস্মাবশেষ অচিরে হয় কর্ম-দোষে । ৫০ ।

“যে দর্পণে প্রণয়িনী নিজ আশ্রয় দেখে,
তাহারি তুল্য বুঝ তার মনঃ-প্রবৃত্তি ,
বাছে কিবা বিমল-চক্রণ-সুন্দরাতা,
কিম্বু স্বভাব-বশতঃ ক্ষণ-ভঙ্কুরা হা ! ৫১ ।

* এস্থলে ‘প্র’ পরে থাকিলেও ‘র’ গুরু হইবে না ।
এই নিয়মের প্রমাণ “ছন্দোমঞ্জরীতে” দ্রষ্টব্য ।

“হা হা কি হেতু তুমি, বিশ্বপাতে সিধাতঃ !

রামার রূপা রচি রম্য রমার তুল্য,

রাত্রিকরীর খলতা হৃদয়ে দিলে হে ।

মাংস্থাপিলে গরল ঈদৃশ রত্নকুণ্ডে । ৫২ ।

“হা হা কি হেতু তুমি এই বম্বুকরারে,

প্রাণি-প্রধান মনুজের বিলাস জন্যে

সাজাইয়া অতি-বিচিত্র মনোজ্ঞ সাজে,

নারী-স্বরূপ নরকাগ্নি দিলে ইহাতে ? ৫৩ ।

“হা হা কি হেতু মকরদ্বজ ! চিত্ত-জন্মন্ !

নারী বিবাক্ত-বিশিখে দহিতেছ বিশ্ব ?

তোমায় হান-করু হা ! সৃজিলেন ধাতা,

অন্যের তাপ বৃদ্ধিতে নহ তাই শক্ত । ৫৪ ।

“ভ্রান্তি-ক্রমে নরগণে প্রণয়-প্রমোদে

থাকে বিমুগ্ধ রমণ-রমণীয়-রূপে,

বারা উহার হৃদয়ের করে পরীক্ষা,

তারাই কেবল উহায় বুঝে পিশাচী । ৫৫ ।

“প্রজ্ঞা-বিহীন কবির, মদনে বিমুগ্ধ,

লাবণ্য-দীপ্তি ললনার সদা প্রশংসে ;

লালায়িতাধর-রসে অমৃত প্রচারে,

বর্ণে সুবর্ণ-কলম স্তন-মাংসপিণ্ডে । ৫৬ ।

“কামের মাদক রসে হত-বুদ্ধি যারা,
দেখে মদাই রমণীময় বিশ্ব তারা ;
অভ্রান্ত শাস্ত নয়নে স্থির-বুদ্ধি যোগী
দেখেন কেবল মহেশ সমস্ত লোকে । ৫৭ ।

“পাপে নিমগ্ন, মতিহীন, অবোধ আমি
না পাই বিশ্ব অখিলে খুজিয়া ভবেশে ;
সর্বত্র হায় ! পরিভ্রাণ-বিবাদ-পূর্ণা
মায়াময়ী প্রকৃতি কেবল মাত্র দেখি । ৫৮ ।

“রে রে কুরঙ্গিনি ! বিলোম-নবোৎপন্নাক্ষি,
আদায় দেখি তুই ভীত কি কারণেতে ?
মাংস-প্রয়ানি-মৃগহা নয় এ অভাগা,
বিক্রম স্বয়ং স্বদয়িতার বিযাক্ত বাণে । ৫৯ ।

“সে শৈবিরিণীর ছিল তোর সমান চক্ষুঃ,
ঐরূপ কোমল মৃদু প্রকৃতি প্রকাশ্যে !
কিন্তু স্বভাব-বশতঃ ভিতরে বিরুদ্ধ,
বাণীর তুল্য অতি-নিষ্ঠুর চিত্ত-বৃত্তি । ৬০ ।

“বন্দা-লতে তুই মথার নিলাজ নারী ;
পা তোর যৌবন-মদে, *ক্ষিতি নাহি পার্শে ;
মাথায় থাকি, কপট প্রণয় প্রকাশি,
আলস্য-যষ্টি তকরে করিলি প্রণয় ! ৬১ ।

“হা ! চাক-হাসিনি আমি ! প্রিয়কের পাশে,
কর্ষে বির গ্লান বিমোহি সবার নেত্র ;
কিন্তু প্রানারণ-বতী যুবতীর তুল্য,
বক্ষে সদা ধরিস পারক গুহ-ভাবে । ৬২ ।

“দে রে বিদ্যামি-মহিসি, ত্রুণিতাকণাক্ষি,
শূন্য বিদ্যারিস যদি ক্ষতি নাহি তাহে ;
নোরেত আমি সঁপি নাই কদাপি চিত্ত,
প্রোমাদে-মুগ্ধ-হৃদয়ে বলি নাই কাণ্ড । ৬৩ ।

‘হে মেঘ ছা’ড তুমি গৈ উপলার মঙ্গ,
তুমি সদা পাব-বতী* অভিমার-লোক’ ।
সম্মান-ধর্ম্ম লইয়া জন্মিতেছ বিগ্ন ;
তোমার চকস-মনঃ রমণী কি সাজে ? ৬৪ ।

“হা ! ইহুতাপা ! বহু-বর্ণ-বিচিত্রিতাঙ্গ’
শোভা তব অর যথা হয় দৃষ্টি মাত্রে,
ঐরূপ মানবগণের সুখের আশা
নিবার্য্য কার্য্য-গতিতে হয় হার লুপ্ত’ । ৬৫ ।

“ধন্য-প্রতিজ্ঞ তুমি চাতক ! নীচ বারি
পানে বিরক্ত, শুধু তক্ত ঘনের নীরে ;
তোমার তুল্য যত সাধু সুবুদ্ধি লোকে
ভুতেশ-ভঙ্কি রত, অনা রসে বিরাগী । ৬৬ ।

* সিদ্ধ ২ সর্বদা ধাতুর ‘অ’ ও ‘ই’ পরিণত থাকে ।

“ধিক্ নীলকণ্ঠ, তুই বহু-শিখার গায়ে
মিথ্যা, নিনাদ, করিতেছিস মাতি নৃত্যে ;
কাল-স্বরূপ-দুক ঐ বিটপীর আডে
তোরে বিনষ্ট করিতে উতলা নিতান্ত । ৬৭ ।

“স্বর্ণাপাণে ! তব পবিত্র চরিত্র কোথা ?
নারী-স্বভাব-বশতঃ সমলা অধীরা ;
শৈলাবরোধ করি লঙ্কন ঘোর-দস্তে,
কোলাহলে নিয়ত ধাইছ নীচ-মার্গে । ৬৮ ।

“তোমার বারি সম হা ! তব-নিম্নগাতে,
কানারি উর্মি-পরিপীড়িত মানবেরা
কল্লোল-পূর্ণ কলহে অনিবার ঘূরে,
শেষে পড়ে বিষম কাল-সমুদ্র-গর্ভে । ৬৯ ।

“ঐ ভীম পান-তনু বারণ, মত্ত দানে,
দস্তে ভ্রমে, বিটপ-বারণ নাহি মানে !
হা হা অশান্ত মদ-মত্ত মনঃ-করীরে
পারে কি রোধ করিতে উপদেশ-মালা ? ৭০

“শৈলের গায় কি নিরীক্ষি পাণের ধারে ?
ব্যাঘ্রের ঘোর পদ-লাঞ্ছন রক্ত-মাখা ?
এ চিহ্ন কিন্তু কতু সঙ্কট নাহি ভাবি,
লাক্ষ্য-রমাদ্র রমণী-পদ-চিহ্ন চেয়ে ! ৭১

“পাখাখবৎ নিরখি একি মনুষ্য-অস্থি ?
বিক্ষিপ্ত একি গত-মাংস মনুষ্য-মুণ্ড ?
সংসার-দেশ-ভবন ত্যজিয়া কিরূপে
এতদংশা ঘটিল হায় ! ইহার হেথা ? ৭২ ।

“রত্ন-ব্রজে হয়ত শোভিত এই মুণ্ড,
সাম্রাজ্য কাঁপিত ইহার অপাঙ্গ-ভঙ্গে,
লোকের পিণ্ড সম সম্প্রতি দীন-ভাবে
কাদায় আবিল গড়ানুড়ি যত্রিকাতে । ৭৩ ।

“কোথায় সেই বিকচামুজ তুল্য আশ্রয়
যাহা প্রমোদ সময়ে হইত প্রদীপ্ত ?
কোথায় সে তরল-তারক-যুক্ত চক্ষুঃ
নারীর রূপ-কুহকে ছিল মুগ্ধ যাহা ? ৭৪ ।

“কোথায় তৈল তব সে পরিবার-বর্গ ?
কোথায় হায় ধন-কিঙ্কর-বাজি-রাজী ?
একা পড়ে রহিছ এই অরণ্য মাঝে !
আত্মীয় বন্ধু-জন নাহিক কেহ কাছে ! ৭৫ ।

“প্রমে মজে তুমি কি হে বনিতার পায়ে
উৎসর্জিয়া অকপটে নিজ দেহ আত্মা,
শেষে উহার অবগীত ভূরীতি দৃষ্টে,
সংসার-জাল-জটিল ত্যজিলে যুগাতে ? ৭৬ ।

“তোমার দুর্গতি মনে করিয়া, হৃ-মুণ্ড !
 দুঃখানলে বিদরিছে মম খিন্ন বক্ষঃ ;
 এতাদৃশ প্রবল তাপ দিতে মনুষ্যে,
 কাম্বা বিনা অপর কে বসুধায় আছে ? ৭৭ ।

“হা হা কি নির্দয় কঠোর ইহা অপেক্ষা
 আশা-স্পৃহা-ধন-মনঃ সঁপিলাম যারে,
 বাহার হেতু পুরুষার্থ সমস্ত নষ্ট,
 সে চায় ঈদৃশ মুহূর্ত্ত বধিতে অতীতে ! ৭৮ ।

“সর্বস্থলে সকল-দুর্গতি-মূল নারী ;
 দেবেন্দ্র পীড়িত নিজে পড়ি যার ফাঁদে ;
 নারীর জন্য দশমুণ্ড মরে সবংশে,
 নৈত্যেন্দ্র মুন্দ উপমুন্দ বিনষ্ট দৌড়ে । ৭৯ ।

“হা হা প্রপঞ্চময় এই অসার বিশ্বে,
 সর্বত্র মানব মনঃ সুখ-লেশ-শূন্য ;
 স্বার্থের জন্য সকলে পড়িছে অনর্থে,
 পীযুষ ভাবি বিষ-পান করে তৃষাতে । ৮০ ।

“এ ভূতলে যখন তাপিত জীব যাত্রে,
 আমার দুর্গতি নহে গণনার যোগ্য ।
 খেদে প্রয়োজন কিবা গত দুঃখ লৈয়া,
 বিবেচনায় কর সমাধি অশাস্ত চিত্ত !” ৮১ ।

শিবস্তোত্র ।

‘ জয় জয় শিব শস্তো ! তুংহি দেবাদি-দেব,
ত্রিভুবন-পতি এক ব্রহ্ম-রূপ স্বরত্ন,
অবিতথ, অবিনাশী, শাস্ত্র, সৰ্ব্ব-সুভাষা, *
† পশু-পতি, পরমাত্মা, সচ্চিদানন্দ-মূর্তি । ১ ।

সুধু তব “ তম-মূর্তি ”-ধ্যান-সংস্কৃত যারা,
সুখিনিত নয় তারা গুহ্য তোমার তত্ত্ব ;
নিখিল-ভুবন-সেবা ত্বং রাজ্য-সত্য-রূপী,
সকল-ফল-বিশ্রাম কল্য মূর্তি ত্রিমূর্তি ‡ । ২ ।

তুমিই সৃজন-কর্তা, তুংহি পাতা, গ্রহভঁটা,
তুমিই সকল সাক্ষী, তুংহি বিশ্বৈক-শাস্ত্রা,
তুমিই পরম ঈশ্বর, এতান-কল্যাণ-দাতা,
অগতি গতি-নির্দেহতা, আদি রূপী অনাদি । ৩ ।

অশুণ শুণ-নিদান, তুংহি অদ্বৈত ভূম্বা ;
যদিচ পর অকৰ্ম্মা, সৰ্ব্ব-কৰ্ম্ম-প্রযোজ্য ;
নিকট অথচ দূরে ; বাহিরে অন্তরেতে ;
§ ত্রিভুবন-অবলম্ব ত্বং নিরালম্ব শস্তো ! ৪ ।

* এই শ্লোকটি যে মালিনীচ্ছন্দে বিরচিত তাহা বল বাতলা ।

† পশুপতি এবং শৈব দর্শনে জীব ‘ পশু ’ এবং শিব ‘ পশুপতি ’
‘ দে ’ প্রতিপাদ্য ।

‡ শঙ্করাচার্য্যকৃত বেদসংশিবেস্তোত্রে শিবের ত্রিমূর্তি বলিয়া
‘ লিখ ’ আছে । § কিংবা, ইহ-জগদবলম্ব ত্বং নিরালম্ব শস্তো !

তুমি অখিল-বিধাতা, নাহি তোমার ধাতা;
স্থিতি তব অখিলাস্তে, নাহি তোমার অন্ত ;
তুমি সকল-নিয়ন্তা, নাহি তোমার নেতা ;
তুমি সমুদয় বেত্তা, নাহি বেত্তা ত্বদীয় । ৫ ।

তুমি সমুদয় বিশ্ব-ব্যাপক, ব্যোম-বাসাঃ ,
“মরণ” গরল-রূপে জীর্ণ তোমার কণ্ঠে ;
বিমল-ধবল-পুত-জ্যোতিরাকার অঙ্গে,
হর, তুমি ধর রঙ্গে অষ্টবা ভূতি* ভূতি । ৬ ।

সুর-হর তব মায়া বিশ্বমাতা ভবানী,
সুর নর পশু পক্ষী যার আজ্ঞানুবর্তী ;
অবিরত তিন-কাল বাক্ত মোর ত্রিশূলে,
“প্রণব” ধৃত কপর্দে, চন্দ্র-সূর্য্যাগ্নি নেত্রে । ৭ ।

তব বিষ-ধর ভূষা তামসী-শক্তি ঘোরা ;
† বৃষ তব, বৃষকেতো, পূর্ণ চৌপাদ-ধর্ম,
প্রমথ শম-দমাদি, খ্যাত ভূতাত্ম্য ভূত,
ভ্রম-নিরসন ভূঙ্গী, নির্মলানন্দ নন্দী । ৮ ।

* ভূতি বা বিভূতি শব্দে অগ্নিমাди অষ্ট প্রকার ঐশ্বর্য্য এবং ভব বুঝায় ।

† বৃষ শব্দের অর্থ ধর্ম ।

শুভ ফল-ময় ছন্দঃ,* তত্ত্ব, পৌরাণ-বাস্তব,
 স্মৃতি নিয়ম-নিয়ন্ত্রী, দর্শন অ্যান-শাস্ত্র,
 বদন তব পুরাণে ; এই বক্তৃতা শুধু পাশে
 বিতরিছে তুমি শোকে ধর্ম-কাম্যার্থ-মোক্ষ । ৯৮ ।
 কলুষ-মল-বিহীন প্রীতিমৎ সাধু-চিত্তে,
 নিবসত তুমি, শঙ্কো, সেই কৈলাস-শায় ;
 সরল-বিমল-“ভক্তি” স্বর্গদী-বারি-পাশ
 ধর তুমি নিজ মন্তে ভক্ত-বান্দ্যভাবে । ৯৯ ।
 ত্রিগুণ-রচিত পাশ ধ্বংসি যোগাগ্নি-দাহে,
 ত্রিপুর-দহন যোগী খ্যাত হৈলে পূবানে ;
 অগতির গতি এক তুংহি, কাকণ্য-সিন্ধো,
 হর হর তব-বাধা রক্ষ দীন-প্রাণে । ১০০ ।
 বিষয়-বিতদ-লোভে মত্ত পাশে লোকে
 জুলত পরম তব না করে যত কিস্তি ;
 অধিত নিজ গলাতে থাকিতে রত্ন-মালা,
 পড়ি ছয় রিপু-চক্রে বাস্তব কাচের জন্মে । ১০১ ।
 অপর নিতম-দর্শী সংশয়াপন্ন-চিত্তে,
 তব শুভ অভিসন্ধি স্পষ্ট নাহি প্রকাশে ;
 জড়-মতি হর আমি জ্ঞান-চৈতন্য-শূন্য,
 হির নয় মম বুদ্ধি ক্লেশ-পাপাদি দূর্থে । ১০২ ।

তুমি অখিল-বিধাতা, নাহি তোমার ধাতা ;
স্থিতি তব অখিলান্তে, নাহি তোমার অন্ত :
তুমি সকল-নিয়ন্তা, নাহি তোমার নেতা ;
তুমি সমুদয় বেত্তা, নাহি বেত্তা ত্বদীয় । ৫ ।

তুমি সমুদয় বিশ্ব-ব্যাপক, ব্যোম-বাসাঃ ,
“মরণ” গরল-রূপে জীর্ণ তোমার কণ্ঠে ;
বিমল-ধবল-পূত-জ্যোতিবাকার তাম্বে,
হর, তুমি ধর রঙ্গে অকথা ভূতি* ভূতি । ৬ ।

স্বর-হর তব মায়ী বিশ্বমাতা ভবানী,
স্বর নর পশু পক্ষী যার আক্রানুবর্তী ;
অবিরত তিন-কাল বাক্ত ঘোর ত্রিশূলে,
“প্রণব” ধৃত কপর্দে, চন্দ্র-সূর্যাগ্নি নেত্রে । ৭

তব বিস-ধর-ভূষা তামসী-শক্তি ঘোরা ;
† বৃষ তব, বৃষকেতো, পূর্ণ চৌপাদ-ধর্ম্য,
প্রমথ শম-দমাদি, খ্যাত ভূতাত্ম্য ভূত,
ভ্রম-নিরসন ভূঙ্গী, নির্মলানন্দ নন্দী । ৮ ।

* ভূতি বা নিভূতি শব্দে অগ্নিমাди অষ্ট প্রকার ঐশ্বর্য্য এবং
বুঝায় ।

† বৃষ শব্দের অর্থ ধর্ম্য ।

শুভ ফল-ময় ছন্দঃ,* তত্ত্ব, পৌরাণ-বাস্তা,
 স্মৃতি নিয়ম-নিয়ন্ত্রী, দর্শন জ্ঞান-শাস্ত্র,
 বদন তব পুরাণে ; এই বক্তৃত্ত্ব পাঠে
 বিতরিছ তুমি লোকে ধর্ম-কামার্প-মোক্ষ । ৯ ।

কলুষ-মল-বিহীন প্রীতিমৎ সাধু-চিত্তে,
 নিবসত তুমি, শান্তো, সেই কৈলাস-ধাম ;
 সরল-বিমল-“ভক্তি” অর্গদী-বারি-জাবা
 ধর তুমি নিজ মস্তে ভক্ত-বাৎসল্যভাবে । ১০ ।

ত্রিগুণ-রচিত পাশ ধরসি যোগাঙ্গি-দাহে,
 ত্রিপুর-দহন যোগী খ্যাত হৈলে প্রবাহে,
 অগতির গতি এক জুংহি, কাকণ্য-সিন্ধো,
 হর হর ভব-বাধা রক্ষ দীন-প্রপঞ্চে । ১১ ।

বিষয়-বিভব-লোভে মত্ত পায়ণ লোকে
 সুলভ পরম তব্ধে না করে যত্ন কিঞ্চিৎ ;
 অধিত নিজ গলাতে থাকিতে রত্ন-মালা,
 পড়ি ছয় রিপু-চক্রে ব্যস্ত কাচের জন্যে । ১২ ।

অপর বিতথ-দর্শী সংশয়াপন্ন-চিত্তে,
 তব শুভ অভিসন্ধি স্পষ্ট নাহি প্রকাশে ;
 জড়-মতি হর আমি জ্ঞান-চৈতন্য-শূন্য,
 স্থির নয় মম বুদ্ধি ক্লেশ-পাপাদি দৃষ্টে । ১৩ ।

ত্রিদিব-সদৃশ-শোভা-গারিণী এই পৃথ্বী
অবিরত দহিতেছে পাপ-তাপে কি জনো ?
তুমি শিব শিব-রূপী থাকিতে এই লোকে,
অশিব-কুল কিরূপে ব্যাপিয়াছে ইহাতে ? ১৪ ।

অখিল ভুবন-মধ্যে যা কিছু দ্রব্য আছে,
সকলিত তব সৃষ্টি, তুংহি সর্বস্ব-হেতু ;
তুমি যদি সৃজিলে না বস্তুনা, শোক পৌড়া ;
প্রবল-বল ইহারা জন্মিয়াছে কি রূপে ? ১৫ ।

হরি সরসিজ-বোনি ব্যাসদেবাদি ভক্তে,
তব, তব ভব-লীলা দেখিয়া ভাস্ত-চিত্ত ;
যদি পড়ি তব-চক্রে অস্ত্র না পান তাঁরা,
অধম নর কি রূপে জানিবে এই তত্ত্ব । ১৬ ।

তুমি বই ইহলোকে নাহি কর্তা স্রষ্টা !
তুমিই সকল-কর্মী “নাকুলীশে*” প্রচারে ;
সুবিদিত যত শৈবে † জীব-কর্তৃত্ব মানে,
“তুমি সমুদয় কর্তা, কর্ম-সাপেক্ষ কিন্তু ।” ১৭ ।

* নাকুলীশ—“পাশুপতদর্শন ।

† শৈব-দর্শন-মতাবলম্বীরা ।

প্রকটি বিবিধ যুক্তি প্রত্যভিজ্ঞানুসারে*
 কর কতিপয় অঙ্কে “ জীব কৈশে অভিন্ন ” ।
 তব অনুরক্ত ভক্তে সে কথা নাহি ম'নে,
 তুমি শিব, পশু জীব; ত্বং পিতা, জীব পুত্র । ১৮ ।
 মসি যদি হয় ঠৈশল, প্রার্থিত পাথোমি পাত্র,
 নিদশ-ভকর শাখা লেখনী, পত্র,—পৃথ্বী,
 যদি লিখন-নিবৃত্তা মারদা সর্বকালে,
 তবু তব গুণ-সীমা না মিনে বিশ্ব-ধাতু । ১৯ ।
 সদয় হও শরণ্যে, তে প্রভে বানবন্ধে,
 ভরিত করহ ন্যশ ভ্রাম্য চিত্ত মনসে :
 তুমি যদি পতিভেবে কর মোর প্রয়ো-
 অতুল তব মহত্ব স্মরণে যোগ্য । ২০ ।

* প্রত্যভিজ্ঞা—শৈব নন্দন বিদ্যাভাস (১৭১৩) চিত্ত-মোহিত
 নের একা আছে ।

† অসিত-গিরি-সমংসা : অক্ষয়-গিরি-সমংসা
 সুর তরবর-শাখা লেখনী : সুর-তরবর-শাখা
 লিখতি যদি পৃথ্বীত মারদা সর্বকালে
 তদপি তব গুণাঙ্গমী : তব গুণাঙ্গমী

ইতি পুস্তক-সংস্কৃত-ভক্তির কাব্য

ত্রিদিব-সদৃশ-শোভা-ধারিণী এই পৃথ্বী
অবিরত দহিতেছে পাপ-তাপে কি জনো ?
তুমি শিব শিব-রূপী থাকিতে এই লোকে,
অশিব-কুল কিরূপে ব্যাপিয়াছে ইহাতে ? ১৪ ।

অখিল ভুবন-মধ্যে যা কিছু দ্রব্য আছে,
সকলিত তব সৃষ্টি, ত্বংহি সর্বস্ব-হেতু ;
তুমি যদি সৃজিলে না যন্ত্রণা, শোক, পীড়া ;
প্রবল-বল ইহারা জন্মিয়াছে কি রূপে ? ১৫ ।

হরি সরসিজ-যোনি ব্যাসদেবাদি ভক্তে,
ভব, তব ভব-লীলা দেখিয়া ভাস্ত-চিত্ত ;
যদি পাড়ি ভব-চক্রে অস্ত না পান তাঁরা,
অধম নর কি রূপে জানিবে এই তত্ত্ব । ১৬ ।

তুমি বই ইহলোকে নাহি কর্তা স্বরত্তো !
তুমিই সকল-কর্ম্মী “নাকুলীশে*” প্রচারে ;
সুবিদিত যত শৈবে † জীব-কর্তৃত্ব মানে,
“তুমি সমুদয় কর্তা, কর্ম্ম-সাধেক্ষ কিস্তু ।” ১৭ ।

* নাকুলীশ—“পাশুপতদর্শন ।

† শৈব-দর্শন-মতাবলম্বীরা ।

প্রকটি বিবিধ যুক্তি প্রত্যভিজ্ঞানসম্মতঃ*
 কদা কতিপয় অজ্ঞে “জীব জৈশ অভিন্ন”।
 তব অনুরক্ত ভক্তে সে কথা নাহি মানি,
 তুমি শিশু, পশু জীব; তুং পিতা, জীব শূদ্র। ১৮।
 মসি যদি হয় ঠৈশল, প্রোক্ত পাথোপি পাত্র,
 বিদিশ-ভরু শাখা লেখনী, পত্র,—পৃথ্বী,
 যদি লিখন-নিযুক্তা নারদা সর্সকালে,
 তব তব গুণ-সীমা না মিলে বিশ্ব-ব্যাপ্তি। ১৯।
 সদয় হও শরণ্যে, তে প্রভে দীনবন্দে,
 ত্বরিত করহ নাশ জ্যোতিষ-বন্দে,
 তুমি যদি পতিতেহে না কর মোক পতন
 অতুল তব মহত্ব সম্বন্ধে যে বিবরণ ২০।

* প্রভাভিজ্ঞা—শৈব-দর্শন বিদ্যমান। ১৮। ১৯। ২০।
 নের এক্য আছে।

† অসিত-গিরি-সম্বন্ধে ১৮। ১৯। ২০।
 সুর তরুণ-শাখা লেখনী ১৮। ১৯। ২০।
 লিখতি যদি গৃহীত ১৮। ১৯। ২০।
 তদপি তব গুণাশ্রমী ১৮। ১৯। ২০।

ইতি পুস্তক-উদ্ধৃতি কলা

হৃদয়-গত ঘনাক্ষয়ং সিয়া অন্ধকারে,*
 অভয় করহ দাসে জ্ঞান-দীপ্তি প্রদানে ;
 মদন-নিধন শূলিন্ ! হে মহাকাল শস্ত্রো !
 হর ইহ কলিকাল, ক্লেশ-পাশ-প্রণাশি । ২১ ।

ভব জলনিধি ঘোরে মজ্জিত, অশ্রু-চিত্ত,
 “প্রকৃতি-রূপণ” দীনে তার, নিস্তার-হেতো,
 “মরণ” সলিল হৈতে বাহিয়া মোক্ষ-ধামে,
 বিতর ছরিত দাসে অক্ষয়ানন্দ শাস্তি । ২২ ।

শমন-দমন-কারিণ্ ! পাপ-হারিণ্ ! নমস্তে ;
 সুজন-হৃদয়-বাসিন্ ! তাপ-নাশিন্ ! নমস্তে ;
 অবল-অগতি-বন্ধো ! প্রীতি-সিদ্ধো ! নমস্তে ;
 অধম-পতিত-পাতঃ ! মোক্ষ-দাতঃ ! নমস্তে । ২৩

ইতি ভর্তৃহরি কাব্যে “সন্ন্যাসাশ্রমো” নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ
 সমাপ্ত ।

* অন্ধকারে—হে অন্ধক-রিপো ।

জনমের মত গোরা গিয়েছে এবার ;
 হায়রে দাক্ষণ বিধি এক ছিল মনে,
 কেমনে ধরিল প্রাণ নিমাই বিহনে ?
 কি কুলগে এসেছিল কেন ভারতী,
 কোন্ মন্ত্রে ল(ল)গাইল এমন দুঃখতি ?
 বয় দিন শুনিব গোরা মন্ত্রণ তাহার,
 বাধা বাধা বনে কৈদে পৌরাতন আমার !
 ঘন ঘন যা নিয়া না ডাকে আমায়,
 ভাগ্যী পদে মুখে ফিরে নাই যায় !
 জগনের উপরে জুগে কত ব্যাধি সহ,
 কে বলিয়ে পোরা মোর জুকাইল তৈ :
 হায় হায় হায় মোর বুক কেটে বাধা
 কত বলি জ্ঞান হারা পড়িল ধরাধর,
 পাড়িল পরসী দারা চারি দিকে ব্যাধি,
 মুখে নাই শব্দ চক্ষে বহে ভালবাসা !
 হাহাকারে বিস্মৃতিয়া পূন্য লুটায়,
 শৌকের হিলোলৈ নন্দীপ ভেসে যায় !

হোথায় টেঁচতন্য পরি মল্লাসীর বেশ,
 নিরুদ্দেশে দিবা নিশি ভ্রমে দেশে দেশ,
 নাহি ক্ষুধা নাহি তৃষ্ণা নাহি নিদ্রা হার,
 শ্রীহরি স্মরণে চক্ষে বহে অশ্রুধার !
 বনে বনে কেঁদে ফিরে পাগলের প্রাণ,
 দিনান্তে বনের ফল খায় কিনা খায় ;
 ভূতলে পড়িয়া কভু চারি দিকে চায়

বলে “প্রভু তান দীক্ষা দিগেছ আমায় ।”
কহু বা উঠিয়া বলে ছোট্টে দূর কহু,
বাহু পমারিয়া বলে “কোথা যোর প্রভু ?”
কাননের পশু পক্ষী প্রতিবেশীগণ,
গৌরাঙ্গ চাঁদের রঙ্গ করে নিরীকণ ;
যখন গৌরাঙ্গচাঁদ সঁদে অধাকারে,
মুখ ধানে চেয়ে তান। বিহতে অশ্রুবারে ।
সংসার অবনত হব অমনাই দর,
ভাল কীৰ্ত্তি রাপিগাছ শরীর কোঙর ।

এক দিন দুই দিন তিন দিন যায়,
গৌরাঙ্গের কোন হস্ত নাছি নকীয়ায়;
নিদ্রায় দারুণ সাহে কমলিনী প্রায়
অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া বিরহে শুভায় ;
নাহি রুচি নাহি শুচি আঙ্গু থালু বেশ,
যতন চিনে জট মস্তকের কেন ;
ভাবনাগে চক্ষু দ্বিত নক্ষত্রের প্রায়,
অনাহারে অমিলায় শরীর শুভায় ;
সকাল বিকাল দায় ভাগিনী তীরে,
এইরূপ বিলাপিয়া ভাসে নেত্র নীরে—

“প্রাণের নিমাইরে—

কোন বিধি বাস্য হলো, তোম ঘনে হবে নিব
হেন দাগা দিলারে অস্তরে ;
এ নব যৌবন কালে এই কি ছিন আমায় ভালো
নিমাই বিনা কিমে রণ ঘরে ।

ভাৰতেন্দ্ৰ।

প্ৰাণের নিমাইরে—

নিমাই আমার কি উদ্দেশ্যে গিয়েছেন কোন দেশে,

সে দেশে পাঠাব আগি করে ;

উড়িয়া বিহ্ব যায়, ভাবি ফিরে নাহি চায়,

নিমাই বলে কাঁদে হাহাকারে !

প্ৰাণের নিমাইরে—

অকালে হলে সম্যাসী, আশ্রয় করে বনবাসী,

কোন দোষে দিলে হেন ফাঁকি ;

আগে না বলিলে তুমি, মোগিনী সাজিতেম আমি,

স্বখে রৈতেম ওম্ব নিরশি !

প্ৰাণের নিমাইরে—

চিত্র পরনামে স্বামী, গৃহেতে সম্যাসী আশি,

বিমাদ বিভূতি মাখি গায় ;

নিচ্ছেদ কোপিন পতি, নিমাই নাম যপ করি,

এই স্বখে রেখেছ আশ্রয় !

প্ৰাণের নিমাইরে—

শান্তদী পাগলের গারা, ছুন্নয়নে বহে ধারা,

ক্ৰোধবিনী কান্দে হাহাকারে ;

না দেখে গৌরান্ধচাঁদে, তরু নতা সব কাঁদে,

প্ৰাণের নিমাই রহিলে কোথারে !

প্ৰাণের নিমাইরে—

রক্তনী প্রভাত হলে, এই না সে গঙ্গাজলে,

ভাসিয়া বেড়াইত নখশশী ;

শুনি পুষ্পলত, হৃৎকণ্ঠে ভারত,
 হারতের শোক, গাড়ল কারেবে ।
 যন রক্ত যত, মিলি লক্ষ্যে যত,
 কনি পাশে যত, ভাব্যতর শব্দে ।
 উল্লাসী ভারত কুশলী,
 অগাদ মনিলে, পশিল ভ্রমেণে ।
 মহেন্দ্রা মহেনা, এ দুঃখ সাধনা,
 কে লাজ আপনা, চাহিয়া দেখতে ;
 উঠে ভারত, উঠ শীতগতি,
 পশিলের মিনতি, রাখবে রাখবে ।

১৯১৬ (৭)

রবে কত দিন, যেন যেন,
 দুঃখের বন্ধন, ভাব্যতর গলে ?
 কাঁদে দিবা নিশি, ভারতরূপমী,
 ভাসে যুগশশী, নয়নের কলে !
 এত দুঃখ দিতে, আশার নিশীথে,
 পুড়িল ভারতে, যদন জনলে ;
 ছিল পুত্র যত, সব করি হক,
 বাঁধিল ভাবকে, লোহার শিকলে ;
 কঠিন নিগড়ে কাঁদে ভারতরে,

“ কেহ নাহি কিরে, আমার দনাতলে ? ”

কোথা ভীষ্ম দ্রোণ, বীরপুত্রগণ,

আছ কত দিন, জননীয়ে ভুলে ।—”

ভারত রোদন, না যায় সহন

উঠলে শহরী ।

পুরে অগণন, আছরে বিকলে ;
পাখিরে হিয়া যায় বিদরিয়া
উঠরে উঠরে, উঠরে সকলে ।

(৮)

ভারত মুরতি, কেমনে আঁকিব ?
কলঙ্ক এত নে, কি দিয়ে ঢাকিব !
গৌরব তপনে, শোভিত বসনে,
কেমনে মেথানে, তিনির রাখিব ?
স্বয়ং প্রহর, ছিল একে তাঁর,
তাঁহে পদাঘাত, কেমনে লিখিব ;
অর্গসিংহাসন, যাঁহার আসে,
কেমনে তাঁহারে ধূলাতে রাখিব !
প্রথিক বলেরে, নয়ন জ্বলেরে,
হয়ে দৃষ্টিহীন কেমনে আঁকিব ;
মুরতি ভাঙিতে, স্বয়ং শোণিতে,
উঠলে শহরী, কিসে নিগারিব !

বিতীয়খণ্ড সমাপ্ত ।

—○(ঃঃ)○—

